বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১২-১৩ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর
মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

ক্র: নং	মন্ত্রণালয় /বিভাগের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১	-	১	-	১	১	৩.৬৮%	১	২১.৪৩%

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা: ১টি

২। সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকাল:

প্রকল্পের নাম	প্রকৃত ব্যয়	মেয়াদকাল
১। "ডেভেলপিং বিজনেস সার্ভিসেস মার্কেটস প্রোজেক্ট (ফেইজ-টু)"।	২৬,৬১৮.৬৯	মার্চ ২০০৮-মার্চ ২০১৩

৩। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ:

(ক) প্রকল্পের আওতাভুক্ত ক্রয় প্রক্রিয়া যথাসময়ে সম্পন্ন না করায় ডিপিপিতে সংস্থানকৃত ক্রয় সামগ্রীর (যথা নির্মাণ সামগ্রী) মূল্য বৃদ্ধি জনিত কারণে প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি;
(খ) ত্রটিপূর্ণ প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ণ;
(গ) প্রকল্পের বাস্তবায়নকাজ শুর করতে বিলম্ব করা।

৪। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশ:

সমস্যা	সুপারিশ
(১) প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব (Time Over-run)	(১) চলতি এবং ভবিষ্যতে গৃহীতব্য প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন যথাসময়ে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রকল্প বাস্তবাযনকারী সংস্থা ও মন্ত্রণালয়কে আরো সচেষ্ট হতে হবে।
(২) প্রকল্পের cost over run;	(২) প্রকল্প প্রণয়নকালে এমনভাবে পরিকল্পনা করতে হবে যাতে প্রকল্পের cost over run না হয়;
(৩) প্রকল্পের অডিট আপত্তিসমূহ যথাসময়ে নিস্পন্ন করা হয় না;	(৫) অধিক স্বচ্ছতার স্বার্থে প্রকল্পটির আউট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিস্পত্তি করতে হবে;
(৪) প্রকল্পের সমাপ্ত প্রতিবেদন যথাসময়ে IMED তে প্রেরণ না করার ফলে প্রকল্পের মূল্যায়ন যথা সময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না।	(৬) প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রকল্প সমাপ্তির ৩ মাসের মধ্যে আইএমইডি-তে প্রেরণের বিষয়ে মন্ত্রণালয়কে আরো সচেষ্ট হতে হবে।
(৫) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত গাড়ী সরকারী পরিবহন পুলে জমা না দেয়া;	(৭) প্রকল্পের আওতায় সংগ্রহীত গাড়ী প্রকল্প সমাপ্তির পর সরকারী পরিবহন পুলে জমা দিতে হবে অথবা প্রয়োজনের তাগিদে সেটি ব্যবহারের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রালয়ের অনুমতি নিতে হবে।

"ডেভেলপিং বিজনেস সার্ভিসেস মার্কেটস ইন বাংলাদেশ (ফেস-২)"
(সমাপ্তিঃ মার্চ, ২০১৩)

১। প্রকল্পের অবস্থানঃ ঢাকা, ফরিদপুর, রংপুর, রাজশাহী, বগুড়া, যশোর, খুলনা
২। বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মুল প্রাক্কলিত ব্যয়ের%)	অতিক্রান্ত সময় (অনুমোদিত বাস্তবায়নকালের %)
মূল (প্রঃ সাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত (প্রঃ সাঃ)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২৭,৪৯৩.১৮ (২৭,৩৮৮.৯৪)	২৭,৪৯৩.১৮ (২৭,৩৮৮.৯৪)	২৬,৬১৮.৬৯ (২৬,৬০৯.৬৬)	মার্চ ২০০৮-মার্চ ২০১৩	মার্চ ২০০৮-মার্চ ২০১৩	মার্চ ২০০৮-মার্চ ২০১৩	--	--

৫। <u>প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়নঃ</u>
প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের সংস্থান এবং PCR এ প্রদর্শিত প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী মার্চ, ২০১৩ পর্যন্ত প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি (আর্থিক ও বাস্তব) সংক্রান্ত বিবরণ নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১	আন্তর্জাতিক পরামর্শক	জনমাস	৩১০৭.৩৯	২৪১.৪	৩১০৭.৩৯	২৪১.৪
২	আন্তর্জাতিক পরামর্শক (স্বল্পমেয়াদী)	জনমাস	৫৯৭.১৬	২৪	৫৯৭.১৬	২৪
৩	স্থানীয় পরামর্শক	জনমাস	৩৭০৪.৫৬	৩১৮৩.৫	৩৫৩৮.৬৫	৩১০৩.৮৮
৪	সহায়ক জনবল	জনমাস	৬৩০.৪৯	১৮০১	৬৩০.৪৯	১৮০১
৫	জনবল (জিওবি)	জনমাস	৬১.২৪	১৮০	৯.০৩	১২.৫৪
৬	আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	৬২.১২	৫১১	৬২.১২	৫১১
৭	প্রশিক্ষণ	--	২৮৬.৮৪	থোক	২৮৬.৮৪	থোক
৮	প্রকল্প কার্যক্রম	--	১৫৯৮০.৮২	থোক	১৫৩৬৭.৪৯	থোক
৯	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা	--	২২৫৮.২৯	থোক	২২৫৮.২৯	থোক
১০	প্রধান কার্যালয়	--	৭০৭.৪৬	থোক	৭০৭.৪৬	থোক
১১	বাংলাদেশ সরকারকে আর্থিক সহায়তা	--	৫৩.৮১	থোক	৫৩.৭৭	থোক
১২	বিবিধ	--	৪৩.০০	থোক	০.০০	থোক
	মোট		২৭,৪৯৩.১৮	--	২৬,৬১৮.৬৯	--

৬। <u>প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ</u> প্রকল্পের কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭। <u>সাধারণ পর্যবেক্ষণ</u>
প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২৭,৩৮৮.৯৪ লক্ষ টাকার বিপরীতে মোট ব্যয় হয়েছে ২৬,৬০৯.৬৬ লক্ষ টাকা; যা মোট ব্যয়ের ৯৭.১৪%।

৮.১ প্রকল্পের পটভূমি

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে নির্বাচিত কিছু খাতের (যেখানে দরিদ্র জনগোষ্ঠী উৎপাদক, চাকুরীজীবি ও ভোক্তা হিসেবে অংশ গ্রহণ করে) উৎপাদন ক্ষমতা ও মুনাফা বৃদ্ধি, সার্ভিস সেক্টর (জ্ঞান,তথ্য ও দক্ষতা প্রভৃতি) এবং উৎপাদনের প্রয়োজনীয় উপকরণের (উন্নত বীজ, সার প্রভৃতি) সহজ সরবরাহ নিশ্চিত করার মাধ্যমে প্রবৃদ্ধিকে উদ্দীপিত করার জন্য ২০০৩-২০০৮ মেয়াদে "Developing Business Services Markets Project" শীর্ষক প্রকল্পটির ১ম পর্যায় দাতা সংস্থার আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়িত হয়। এর ধারাবাহিকতায় মোট ২৭৪৯৩.১৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে (প্রকল্প সাহায্য ২৭৩৮৯.৯৪ লক্ষ টাকা এবং জিওবি ১০৪.২৪ লক্ষ টাকা) মার্চ, ২০০৮ হতে মার্চ, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পের ২য় পর্যায় অনুমোদনের প্রস্তাব করা হয়।

৮.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

(ক) ব্যাপকভিত্তিক এবং টেকসই দরিদ্র-বান্ধব প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে গ্রাম ও শহর এলাকায় পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা;

(খ) প্রধান প্রধান শহর ও গ্রামীণ এলাকায় অতি ক্ষুদ্র ও মধ্যম শ্রেণীর এন্টারপ্রাইজের মধ্যে প্রতিযোগিতা বাড়ানো।

৯.১ প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন অবস্থা

৪ (চার)টি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার (ডিএফআইডি, এসডিসি, সিডা, নেদারল্যান্ড সরকার) সাথে ইআরডি ডিসেম্বর, ২০০৯-এ Joint Arrangement স্বাক্ষর করে। স্বাক্ষরিত Joint Arrangement (JA) অনুযায়ী এটি স্বাক্ষরের পর পরই টিএ প্রকল্পের কার্যকারিতা শুরু হওয়ার নির্দেশনা থাকলেও মন্ত্রণালয় হতে প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল মার্চ, ২০০৮ হতে মার্চ,২০১৩ উলেপূর্বক টিপিপি প্রণয়ণ করে তা অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করে। প্রকল্প প্রণয়ন ও অনুমোদন সংক্রান্ত প্রচলিত নীতিমালা অনুযায়ী ঘটনোত্তর অনুমোদনের (Post Facto Approval) সুযোগ না থাকায় প্রকল্পের ওপর পরিকল্পনা কমিশনে ১ম, ২য়, এবং ৩য় বার এসপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু মন্ত্রণালয় প্রতিবারই বাস্তবায়নকাল একই রাখায় প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য এসপিইসি সভায় সুপারিশ করা হয়নি।

পরবর্তীতে গত ২৩/০১/২০১১ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে আলোচ্য প্রকল্পটিসহ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের তিনটি অননুমোদিত পকল্পের বিষয়ে আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, "জনস্বার্থ রক্ষিত হলে এবং সরেজমিন বাস্তবায়ন সন্তোষজনক হলে ভবিষ্যত জটিলতা পরিহারের স্বার্থে প্রকল্পসমূহ অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়।" উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় পরিদর্শন কমিটি গঠন করে এবং উক্ত পরিদর্শনের রিপোর্টসহ পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্পের টিপিপি প্রেরণ করলে সর্বশেষ গত ২৭/০৬/২০১১ তারিখে ৪র্থ এসপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সর্বশেষ সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় টিপিপি পুনর্গঠন করে অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করে। ইতোমধ্যে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা [Swiss Agency for Development and Co-operation (SDC)] কর্তৃক ফার্ম নিয়োগের মাধ্যমে মার্চ, ২০০৮ হতে প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ শুরু করে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে।

আলোচ্য কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের মোট ব্যয়ের (২৭৪৯৩.১৮ লক্ষ টাকা) আকার অনুসারে টিপিপি অনুমোদন মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর এখতিয়ার হলেও বিবেচ্য টিপিপি অনুমোদনের জটিলতার বিষয়টি বিবেচনায় প্রকল্প অনুমোদনের পূর্বেই ব্যয়কৃত অর্থের ঘটনাত্তোর অনুমোদনসহ বিবেচ্য কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটির অনুমোদনের বিষয়ে সদয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য একনেক সভায় ২০/০৩/২০১২ তারিখে পেশ করা হয়। উক্ত সভায় "DBSM (Phase-ll)" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি অনুমোদনের পূর্বের ব্যয়ের ঘটনত্তোর অনুমোদনসহ মোট ২৭৪৯৩.১৮ লক্ষ টাকা (জিওবি ১০৪.২৪ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ২৭৩৮৮.৯৪ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে ডিসেম্বর, ২০০৯ হতে মার্চ, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি অনুমোদন করা হয়।

৯.২ প্রকল্পের অর্থায়ন

প্রকল্পটি ১০৪.২৪ লক্ষ টাকা বাংলাদেশ সরকারের অর্থে এবং ২৭,৩৮৮.৯৪ লক্ষ টাকা উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়নে (ডিএফআইডি, এসডিসি, সিডা, নেদারল্যান্ডস সরকার) বাস্তবায়িত হয়েছে।

১০। <u>প্রকল্পের পরিদর্শন পর্যবেক্ষণঃ</u>

আলোচ্য প্রকল্পটির ঘটনোত্তর অনুমোদনের নিমিত্ত একনেক বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্পটি মূল্যায়নের নিমিত্ত আইএমইডি র শিল্প ও শক্তি সেক্টরের মহাপরিচালক মহোদয়কে আহবায়ক করে'গত ১৫ খ্রিঃ তারিখে২০১২/০৭/ নিম্নরূপভাবে ০৭ সদস্যবিশিষ্ট একটি মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হয়ঃ (সাত)

ক্রনং .	নাম ও পদবী	সদস্য
০১	বেগম নাসিমা বেগমআইএমইডি ,শিল্প ও শক্তি সেক্টর ,মহাপরিচালক ,	আহবায়ক
০২	জনাব আকমল হোসেন ,(পূর্ত) পরিচালক ,শিল্প ও শক্তি সেক্টরআইএমইডি ,	সদস্যসচিব-
০৩	জনাব মোঃ খলিলুর রহমান ,(শক্তি) পরিচালক ,শিল্প ও শক্তি সেক্টরআইএমইডি ,	সদস্য
০৪	জনাব ফরিদ আজিজ ,প্রধান-উপ ,কার্যক্রম বিভাগপরিকল্পনা কমিশন ,	সদস্য
০৫	জনাব সুপ্রিয় কুমার কুন্ডুঅর্থ মন্ত্রণালয় ,ইআরডি ,সচিব-উপ ,	সদস্য
০৬	জনাব মোঃ মুসলেহ উদ্দিনবাণিজ্য মন্ত্রণালয় ,প্রধান-উপ ,	সদস্য
০৭	জনাব মোঃ আবদুল লতিফপরিকল্পনা কমিশন ,শিল্প ও শক্তি বিভাগ ,সহকারী প্রধান ,	সদস্য

কমিটি র সদস্যগণ প্রকল্পটির সামগ্রিক মূল্যায়নের নিমিত্ত বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে'০৯ খ্রিঃ থেকে২০১২/১০/ খ্রিঃ তারিখ সময়ের মধ্যে২০১৩/০১/১৫প্রকল্পের আওতায় ১৫টি সেক্টরে বাস্তবায়িত বিভিন্ন অংশ সরজমিনে পরিদর্শন করেনঃ

ক্রনং .	মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক পরিদর্শিত এলাকা	পরিদর্শনের তারিখ
০১	চট্টগ্রামবান্দরবান জেলা ,কক্সবাজার ,খাগড়াছড়ি ,	০৯খ্রিঃ২০১২/১০/১৩-২০১২/১০/
০২	যশোরবাগেরহাট জেলা ,সাতক্ষীরা ,খুলনা ,	০৩খ্রিঃ২০১২/১১/০৬-২০১২/১১/
০৩	বগুড়াকুড়িগ্রাম জেলা ,রংপুর ,গাঁইবান্ধা ,	০৬খ্রিঃ২০১২/১১/০৮-২০১২/১১/
০৪	ঢাকা মিডিয়া সেক্টর	২৯খ্রিঃ২০১২/১২/
০৫	প্রকল্প কার্যালয়	১৫খ্রিঃ২০১৩/০১/

প্রকল্পটির সামগ্রিক মূল্যায়নান্তে কমিটিসংবলিত একটি বিস্তারিত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন -র সকল সদস্যের স্বাক্ষর' করা। প্রতিবেদনটি একনেক বৈঠকে উপস্থাপনের বিষয়ে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী গত ২৮খ্রিঃ তারিখে তাঁর ২০১৩/০২/ সম্মতি জ্ঞাপন করেন। এর প্রেক্ষিতে প্রকল্পটির সামগ্রিক মূল্যায়নান্তে মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক প্রণীত বিস্তারিত মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি গত ০৭খ্রিঃ তারিখে একনেক বৈঠকে উপস্থাপনের জন্য একনেক অনুবিভাগে প্রেরণ করা হয়২০১৩/০৩/ এবং প্রতিবেদনটি গত ০২খ্রিঃ তারিখে একনেক বৈঠকে অনুমোদিত হয়২০১৩/০৪/। প্রকল্পটি সমাপ্ত ঘোষিত হয় গত ১৫খ্রিঃ তারিখে২০১৩/০৩/। বর্তমানে প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়নের নিমিত্ত বর্তমানে আইএমইডির মূল্যায়ন সেক্টর ' কর্তৃক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এমতাবস্থায় প্রকল্পটির জন্য আলাদাভাবে ,আংশিক মূল্যায়ন না করে প্রকল্পটির পিসিআর পর্যবেক্ষণ করে এবং প্রকল্পটি সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত তারিখের ০৭ দিন পূর্বে মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক (সাত) সামগ্রিক মূল্যায়নান্তে প্রণীত এবং মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী এবং একনেক কর্তৃক অনুমোদিত মূল্যায়ন প্রতিবেদনে উল্লিখিত কমিটিবিস্তারিত পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ এবং সুপারিশসমূহকে প্রতিফলিত করে একটি সমাপ্তি মূল্যায়ন র' প্রতিবেদন প্রণয়নের বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে এই মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

১১। **মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত পিসিআর এর ভিত্তিতে নীচে প্রকল্পের ডিপিপিতে সংশোধিত এডিপিতে অর্থ বরাদ্দ, অবমুক্তি, বাৎসরিক ব্যয় এবং বাস্তব অগ্রগতি প্রদর্শন করা হলোঃ**

অর্থবছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			টাকা অবমুক্ত	ব্যয়		
	মোট	টাকা	পিএ		মোট	টাকা	পিএ
২০০৯-২০১০	১১২৫৩.১২	--	১১২৫৩.১২	১১২৫৩.১২	১১২৫৩.১২	--	১১২৫৩.১২
২০১০-২০১১	৬৪৪৮.৪৮	৬৭.৩৩	৬৩৮১.১৫	৬৩৮১.১৫	৬৩৮১.১৫	--	৬৩৮১.১৫
২০১১-২০১২	৫৬৫৩.৪৮	২৫.০০	৫৬২৮.৪৮	৫৪৭৩.৬৭	৫৪৭৩.৬৭	--	৫৪৭৩.৬৭
২০১২-২০১৩	৪১৩৫.০০	৯.০০	৪১২৬.০০	৩৫১০.৭৪	৩৫১০.৭৪	৯.০৩	৩৫১০.৭৪
মোট	২৭৪৯০.০৮	১০১.৩৩	২৭৩৮৮.৭৫	২৬৬১৮.৬৮	২৬৬১৮.৬৮	৯.০৩	২৬৬১৮.৬৮

ছকটি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, সেটিতে বেশ অসংগতি আছে। প্রকল্পের মোট ব্যয়ের ক্ষেত্রে ভিন্ন তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। তাছাড়া, 'টাকা অবমুক্তি' কলামে মোট অর্থের অবমুক্তি দেখানো হয়েছে।

১২। প্রকল্পের ব্যবস্থাপনাঃ

প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	কার্যকাল	
	নিযোগের তারিখ	বদলির তারিখ
জনাব দিলীপ কুমার দাস অতিরিক্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	০১/০৩/২০১২	১৫/০৩/২০১৩

পিসিআর থেকে জানা যায় যে, ডিসেম্বর, ২০০৯ থেকে ফেব্রুয়ারি, ২০১২ পর্যন্ত কোন প্রকল্প পরিচালক ছিলেন না। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উপ প্রধান ফোকাল ব্যক্তি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৩। প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বিবরণ

ক) আন্তর্জাতিক পরামর্শকঃ
পিসিআর অনুসারে আন্তর্জাতিক পরামর্শক খাতে সংস্থানকৃত ৩১০৭.৩৯ লক্ষ টাকার সম্পূর্ণ অংশই ব্যয় হয়েছে। আর্থিক এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০% ।

খ) স্বল্পমেয়াদী পরামর্শক (আন্তর্জাতিক)ঃ
পিসিআর অনুসারে স্বল্পমেয়াদী পরামর্শক (আন্তর্জাতিক) খাতে সংস্থানকৃত ৫৯৭.১৬ লক্ষ টাকার সম্পূর্ণ অংশই ব্যয় হয়েছে। আর্থিক এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০% ।

গ) স্থানীয় পরামর্শকঃ
পিসিআর অনুসারে স্থানীয় পরামর্শক খাতে সংস্থানকৃত ৩৭০৪.৫৬ লক্ষ টাকার বিপরীতে আর্থিক ব্যয় ৩৫৩৮.৬৫ লক্ষ টাকা (৯৫.৫২%) এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৭%।

ঘ) সহায়ক জনবলঃ
পিসিআর অনুসারে এ খাতে সংস্থানকৃত ৬৩০.৪৯ লক্ষ টাকার সম্পূর্ণ অংশই ব্যয় হয়েছে। আর্থিক এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০% ।

ঙ) জনবল (জিওবি)ঃ
পিসিআর অনুসারে জনবল (জিওবি) খাতে সংস্থানকৃত ৬১.২৪ লক্ষ টাকার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৯.০৩ লক্ষ টাকা (১৫%) এবং বাস্তব অগ্রগতি ৭%।

চ) যন্ত্রপাতি এবং আসবাবপত্রঃ
পিসিআর অনুসারে যন্ত্রপাতি এবং আসবাবপত্র খাতে সংস্থানকৃত ৬২.১২ লক্ষ টাকার বিপরীতে সম্পূর্ণ অংশই ব্যয় হয়েছে। আর্থিক এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০% ।

ছ) প্রশিক্ষণঃ
পিসিআর অনুসারে প্রশিক্ষণ খাতে সংস্থানকৃত ২৮৬.৮৪ লক্ষ টাকার সম্পূর্ণ অংশই ব্যয় হয়েছে। আর্থিক অগ্রগতি ১০০%। এক্ষেত্রে টিপিপিতে কোন বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ধরা নেই অর্থাৎ থোক হিসেবে দেখানো আছে। ফলে উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম তথা প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা, প্রশিক্ষণের সময়, ধরণ ও বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট অগ্রগতির ধারণা পাওয়া যায় না।

জ) প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ
পিসিআর অনুসারে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা খাতে সংস্থানকৃত ২২৫৮.২৯ লক্ষ টাকার সম্পূর্ণ অংশই ব্যয় হয়েছে। আর্থিক অগ্রগতি ১০০%। উল্লেখ্য থোক বরাদ্দ থাকায় এবং লক্ষ্যমাত্রা না থাকায় বাস্তব অগ্রগতি নিরূপণ করা যায়নি।

ঝ) প্রকল্পের কার্যাবলীঃ
পিসিআর অনুসারে প্রকল্পের কার্যাবলী খাতে সংস্থানকৃত ১৫৯৮০.৮২ লক্ষ টাকার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ১৫৩৬৭.৪৯ লক্ষ টাকা (৯৬%)। থোক বরাদ্দ থাকায় এ খাতের বাস্তব অগ্রগতি নিরূপণ করা যায়নি। প্রকল্পের মূল কার্যক্রম হিসেবে মূলত এ খাতের অর্থ ব্যয় করা হয়েছে।

ঞ) প্রধান কার্যালয়ঃ

পিসিআর অনুসারে এ খাতে সংস্থানকৃত ৭০৭.৪৬ লক্ষ টাকার সম্পূর্ণ অংশই ব্যয় হয়েছে। আর্থিক অগ্রগতি ১০০%। বাস্তব অগ্রগতি প্রাপ্ত প্রতিবেদনে উলেখ করা হয়নি। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য নিয়োগকৃত সংস্থার হেডকোয়ার্টার সুইজারল্যান্ড এর জুরিখে অবস্থিত। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক আর্থিক বিভাজনে হেডকোয়ার্টার পরিচালনা বাবদ বরাদ্দ ৭০৭.৪৬ লক্ষ টাকা। তবে বাস্তব অগ্রগতির লক্ষ্যমাত্রা টিপিপিতে নির্ধারিত না থাকায় এ খাতের বাস্তব অগ্রগতির যথার্থ মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়।

ট) বিবিধঃ

পিসিআর অনুসারে বিবিধ খাতে সংস্থানকৃত ৪৩.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ থাকলেও এ খাতের কোন ব্যয় নেই। আর্থিক অগ্রগতি ০%।

১৪। কমিটি কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্যাদি ও বাস্তব অবস্থা

প্রকল্পের আওতায় ১৮টি সেক্টরে স্টাডি, ওয়ার্কসপ/সেমিনার, ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ও প্রমোশনের মাধ্যমে প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মূল্যায়ন কমিটির তিনটি দল বিভিন্ন সেক্টরে কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। উলেখ্য ১৮টি সেক্টরের মধ্যে রুরাল মার্কেট ডেভেলপমেন্ট ও ট্যুরিজম/পর্যটন সেক্টরে কোন কার্যক্রম পরিচালিত হয়নি। পরিদর্শিত সেক্টরের কার্যক্রম ও মতামত সম্পর্কিত তথ্যাদি নিম্নে বিস্তারিত তুলে ধরা হ'লঃ

১৪.১ সেক্টরের নাম ঃ আইসিটি

(ক) ইন্টারভেনশন (Intervention) ঃ সফটওয়্যরের মাধ্যমে মোবাইল ফোন অপারেটরদের সহায়তায় কৃষককে যথাযথ কৃষি সংক্রান্ত তথ্য সেবা প্রদান।

(খ) কো-ফ্যাসিলেটেটর তালিকা ঃ নাই।

(গ) পার্টনারের তালিকাঃ গ্রামীণফোন, বাংলালিংক, ইনস্টিটিউট ফর আইসিটি ফর ডেভলপমেন্ট , উইন ইন ।

(ঘ) যে সব জেলায় কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে ঃ সমগ্র বাংলাদেশ।

(ঙ) যে সব এলাকা পরিদর্শিত হয়েছে ঃ রংপুর (মিঠাপুকার)।

(চ) বাস্তবায়িত কার্যক্রম ঃ এ সেক্টরের কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী সংস্থা (ক্যাটালিস্ট) মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনষ্টিটিউট এসআরডিআই-এর সাথে অংশীদারিত্বে বাস্তবায়ন করেন। এ জন্য গ্রামীণ ফোন এবং বাংলা লিংক এর মাধ্যমে এসআরডিআই কর্তৃক আবিস্কৃত সারের ডোজের গাইড লাইন কৃষকদের মাঝে আইসিটি প্রযুক্তি ব্যবহার করে সম্প্রসারণ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় এসআরডিআই কর্তৃক সার ব্যবহারের গাইড লাইনের একটি সফ্টওয়্যার প্রস্তুত করা হয়। উক্ত সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে গ্রামীণ ফোনের স্থানীয় পর্যায়ে উপজেলা/গ্রোথ সেন্টারের কেন্দ্র থেকে বিনা খরচে/নাম মাত্র খরচে কৃষকগণ সারের পরিমাণ সম্পর্কে তথ্য জানতে পারেন। অন্য দিকে কৃষি জিজ্ঞাসা ৭৬৭৬ নম্বরে টেলিফোন করেও তথ্য নিতে পারেন।

(ছ) কমিটির মতামত ঃ পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, গ্রামীণ ফোনের স্থানীয় কেন্দ্রে ইন্টারনেট হতে এসআরডিআই কর্তৃক প্রস্তুত সফ্টওয়্যার থেকে জমিতে প্রয়োগযোগ্য সারের পরিমাণের তথ্য পাওয়া যায়। উক্ত কেন্দ্রের মালিক জানান, এ প্রকল্প গ্রহণের ফলে তাঁর কেন্দ্র থেকে প্রথম দিকে দুই একজন তথ্যের জন্য এলেও এখন আর কেহ বাস্তবে তথ্যের জন্য আসে না। অর্থাৎ প্রকল্প থেকে প্রদত্ত সুবিধা বিদ্যমান আছে। কিন্তু এ পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহে কৃষকদের আগ্রহ কম। এ বিষয়ে প্রচারণা করা হয়েছে কিনা কিংবা কৃষকরা অবহিত আছে কিনা তা বুঝা যাচ্ছে না। স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তার মতে কৃষকদের সব ক্ষেত্রে আগ্রহ কম থাকে। তবে তাদের অফিসে (উপজেলা কৃষি অফিস) কোন কৃষক আসলে এ প্রযুক্তি থেকে তারাও ইন্টারনেট হতে তথ্য দিতে পারেন।

১৪.২ সেক্টরের নামঃ প্যাকেজিং

(ক) ইন্টারভেনশন (Intervention) ঃ প্যাকেজিং কোম্পানীগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষকের উৎপন্ন পণ্যের ক্ষতি হ্রাস করা।

(খ) কো-ফ্যাসিলেটেটর তালিকা ঃ সিডিসিএস, জি-মার্ক কনসালটিং লিঃ মিঃ

(গ) পার্টনারের তালিকাঃ সিডিসিএস, বেঙ্গল পাস্টিক, নীল কমল পদ্ম, নোভার্টিস, উৎসব,প্রাণ, রহিম আফরোজ, এস আই এগ্রো।

(ঘ) যে সব জেলায় কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে ঃ বগুড়া, চুয়াডাঙ্গা, কুমিল্লা , ঢাকা, গাইবান্ধা, যশোর, ঝিনাইদহ জয়পুরহাট, খুলনা, কুড়িগ্রাম, মাগুড়া, নরসিংদি, নাটোর, পাবনা, রাজশাহী, রংপুর , সাতক্ষিরা, সিরাজগঞ্জ

(ঙ) যে সব এলাকা পরিদর্শিত হয়েছে ঃ গাইবান্ধা (গোবিন্দগঞ্জ)।

(চ) বাস্তবায়িত কার্যক্রম ঃ এ সেক্টরের কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী সংস্থা (ক্যাটালিস্ট) এর কো-ফ্যাসিলিটেটর জি-মার্ক কনসালটিং লিঃ কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়। মাছ, সবজি এবং ফল স্থানীয় হাঠ বাজারে নেয়ার জন্য উন্নতমানের বাশেঁর ঝুড়ি কিংবা প্লাষ্টিক কেস এর মাধ্যমে প্যাকেজিং করে বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করা এবং উৎপাদনকারী, ব্যবহারকারী ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন ও ক্যাপাসিটি বিল্ডিং করাই এ সেক্টরের অন্যতম কার্যক্রম। এ জন্য স্থানীয় গোবিন্দগঞ্জ বাজারের ঝুড়ি ব্যবসায়ী, পার্শ্ববর্তী গ্রামের বাঁশের ঝুড়ি প্রস্তুতকারী এবং মৎস্য, সবজি ও ফল উৎপাদনকারী চাষীদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয় এবং এ বিষয়ে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

(ছ) কমিটির মতামত ঃ পরিদর্শনকালে বাঁশের ঝুড়ি ব্যবসায়ী, উৎপাদনকারী ও ব্যবহারকারী কৃষকদের সাথে মত বিনিময় করা হয়। মত বিনিময়ে জানা যায় যে, এ পদ্ধতির মাধ্যমে মৎস্য, সবজি ও ফল বাজারজাত করা হলে অপচয় কম হয় ও সঠিক মূল্য পাওয়া যায়। ঝুড়ি উৎপাদানকারীগণ ভালোভাবে ঝুড়ি উৎপাদন করায় ঝুড়ির মূল্য ও বিক্রি বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে ঝুড়ির ব্যবসা ভালো হয়েছে মর্মে জানানো হয়। পরিদর্শন টিমের কাছে প্রতীয়মান হয় যে, ক্যাটালিস্টের নিয়োজিত কো-ফ্যাসিলেটর স্থানীয় বাজার থেকে ব্যবসায়ী নির্বাচন করে। উক্ত ব্যবসায়ীর মাধ্যমে ঝুড়ি প্রস্তুতকারী ও ব্যবহারকারীদের বাছাই করা হয়। এ তিন পক্ষকে সবজি, মৎস্য ও ফলমুল প্যাকেজিং এর মাধ্যমে বিক্রি করার পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য যে, ঝুড়ি প্রস্তুতকারীগণ বংশ পরাম্পরায় ঝুড়ি প্রস্তুত করে আসছেন। ব্যবসায়ীও দীর্ঘ দিন যাবৎ ব্যবসা করে আসছেন। ব্যবহারকারীগণও কম বেশি ঝড়ি ব্যবহার করতেন। কিন্তু প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে তারা (ব্যবসায়ী, উৎপাদনকারী ও ব্যবহারকারী কৃষক) ভালোভাবে এর ব্যবসা, উৎপাদন ও ব্যবহার চালু রাখেন। তবে মটিভেশন ও প্রশিক্ষণ দেয়া ছাড়া প্রকল্প থেকে আর কিছু করা হয়নি।

১৪.৩ সেক্টরের নামঃ রুরাল ডিস্ট্রিবিউশন।

(ক) ইন্টারভেনশন (Intervention) ঃ নতুন বিপনন পন্থা উদ্ভাবনের মাধ্যমে তৃণমূল কৃষকদের কাছে মানসম্পন্ন কৃষি উপকরণাদি পৌছে দেয়া।

(খ) কো-ফ্যাসিলেটেটর তালিকা ঃ নাই।

(গ) পার্টনারের তালিকাঃ মার্কেট এক্সপ্রেস, ইডাস।

(ঘ) যে সব জেলায় কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে ঃ যশোর, খুলনা, সাতক্ষিরা, রাজশাহী ।

(ঙ) যে সব এলাকা পরিদর্শিত হয়েছে ঃ সাতক্ষিরা (তালা), খুলনা (সদর)।

(চ) বাস্তবায়িত কার্যক্রম ঃ এই সেক্টরের কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী সংস্থা (ক্যাটালিস্ট) এর কো-ফ্যাসিলিটেটর অ্যাগ্রোভিশন এবং মার্কেট এক্সেপ্রেস লিঃ কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়। তৃণমূল পর্যায়ে মানসম্মত বীজ, সার, হাঁস-মুরগীর খাদ্য পভৃতি পৌছে দিতে টেকসই রুরাল ডিস্ট্রিবিউশন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাস্তবায়নকারী সংস্থা তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। যশোর ও খুলনা অঞ্চলে এডুকেশন ডেভলপমেন্ট এন্ড সার্ভিসেস (ইডাস) নামক প্রতিষ্ঠানটি প্রকল্পের অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে ইডাস এগ্রো নামক কৃষি উপকরণ সরবরাহের একটি প্রতিষ্ঠাণ গড়ে তোলে। তৃণমূল পর্যায়ে মানসম্মত কৃষি উপকরণাদি পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে এই প্রতিষ্ঠানটি মুনাফার ভিত্তিতে তার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বাস্তবায়নকারী সংস্থা কো-ফ্যাসিলেটর মার্কেট এক্সেপ্রেস লিঃ গ্রাম অঞ্চলের ফেরিওয়ালাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মানসম্মত কৃষি উপকরণ বিপণনের লক্ষ্যে রুরাল ডিস্ট্রিবিউশন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। মার্কেট এক্সেপ্রেস হতে জানা যায় যে, ২৫টি আঞ্চলিক অফিসের মাধ্যমে ৫০টি অঞ্চলে এই কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। তারা আরো জানান যে, আনুমানিক ৮৫০জন ব্যক্তি এই কার্যক্রমের সাথে জড়িত।

(ছ) কমিটির মতামত ঃ তৃণমূল পর্যায়ে মানসম্মত কৃষি উপকরণাদি গ্রামের গৃহস্থালি মহিলাদের মাঝে পৌঁছে দিয়ে কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি তথা গ্রামীণ মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধিতে বাস্তবায়নকারী সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে। কৃষি উপকরণাদির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গ্রামীণ মহিলাদের প্রশিক্ষণের বিষয়টি তেমনভাবে বিবেচিত হয়নি। ফসল উৎপাদনে কোন সমস্যার সৃষ্টি হলে তার যথাযথ সমাধানে কোন কার্যকারী ব্যবস্থা প্রকল্পের আওতায় পরিলক্ষিত হয়নি। আবার উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণের কার্যক্রম থাকালে গ্রামীণ মহিলাদের আর্থিক স্বচ্ছলতার বিষয়টি তরান্বিত হতো।

১৪.৪ সেক্টরের নামঃ চিংড়ি

(ক) ইন্টারভেনশন (Intervention) ঃ কৃষকদের উন্নত পোনা ও খাদ্য সরবরাহের লক্ষ্যে খাদ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ও হ্যাচারী মালিকদের কার্যক্রমের সম্পর্ক স্থাপন করা; চিংড়ি রপ্তানির লক্ষ্যে চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরন প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে চিংড়ি চাষিদের সরাসরি ব্যবসায়ী সম্পর্ক স্থাপন করা।

(খ) কো-ফ্যাসিলেটেটর তালিকা ঃ উইনরক, ইন্টারন্যাশনাল, বিএসএফএফ

(গ) পার্টনারের তালিকাঃ জিহাব, মিনহার, ফিসারিজ লিঃ ,বিএফআরআই, হ্যাচারিজ, ডিপোস্ট, থ্রি ফিড কোম্পানী টু প্রোসেসিং প্যান্ট, ১১ লোকাল এনজিও ।

(ঘ) যে সব জেলায় কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে ঃ যশোর, সাতক্ষিরা, বাগেরহাট, খুলনা নোয়াখালী চট্টগ্রাম , কুমিলা, বরিশাল, গোপালগঞ্জ মাদারীপুর।

(ঙ) যে সব এলাকা পরিদর্শিত হয়েছে ঃ যশোর, বাগেরহাট, চট্রগ্রাম।

(চ) বাস্তবায়িত কার্যক্রম ঃ এই সেক্টরের কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী সংস্থা (ক্যাটালিস্ট) এর কো-ফ্যাসিলিটেটর উইনরক ইন্টারন্যাশনাল লিঃ কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়। দেশের মিঠা পানিতে উৎপাদিত গলদা চিংড়ির শতকরা ৯০ ভাগ চাষ হয় খুলনা ও যশোর অঞ্চলে। চট্রগ্রাম অঞ্চলে গলদা চিংড়ির চাষ সম্প্রসারণের জন্য ক্যাটালিস্ট প্রকল্পের আওতায় কার্যক্রম পরিচালনা করছে। মিঠা পানিতে গলদা চিংড়ি চাষের অন্যতম প্রধান বাঁধা হচ্ছে রেণু পোনা (পিএল) এর অভাব। চট্রগ্রামের হাট-হাজারি উপজেলার চিংড়ি চাষী মোঃ শহিদুল্লাহর খামারে গিয়ে জানা যায় যে, তিনি স্থানীয় এজি এ্যাকুয়া হ্যাচারী থেকে পোনা সংগ্রহ করে তা জুভিনাইল আকারে পরিনত করে স্থানীয় চিংড়ি চাষিদের মাঝে বিক্রি করে থাকেন। তিনি জানান যে, ২০১১ সালে তার বাড়িতে ১ দিনের ট্রেনিং অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এরপর আর একটি চিংড়ি চাষের পুকুর পরিদর্শন করতে গেলে চিংড়ি চাষী মোঃ নুরল্লাহর অবহিত করেন যে, তার ২টি পুকুরে মোট ৭ হাজার জবিনাইল এর চাষ চলছে। তিনি কোনরূপ ট্রেনিং বা সহায়তা প্রকল্পের আওতায় পাননি। এর পর চট্রগ্রামের মুনিয়াপুরের হ্যাচারি মালিক মোঃ সেলিম এর চিংড়ি চাষ পরিদর্শন করতে গেলে দেখা যায় যে, তার পুকুরে চিংড়ি চাষ কার্যক্রম অব্যহত রয়েছে। তিনি প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ গ্রহন করেছেন। তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, স্থানীয়ভাবে হ্যাচারী খাদ্য ক্রয়ের কোন প্রতিষ্ঠান নেই। এছাড়াও উৎপাদিত চিংড়ি বিক্রি তথা বাজারজাতকরণের কোন সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম না থাকায় তাদেরকে সমস্যা পোহাতে হয়। যশোরের মনিরামপুরে এই সেক্টর পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, স্থানীয় ব্যবসায়ী জনাব তপন খুলনার ডুমুড়িয়া থেকে পোনা সংগ্রহ করে স্থানীয় কৃষকদের মাঝে তা বিক্রি করে থাকেন। তিনি ব্যবসা কার্যক্রমকে প্রসারিত করার জন্য স্থানীয় মহিলাদের মধ্যে চিংড়ি চাষ উদ্বুদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন প্রচারণা করে থাকেন ।

(ছ) কমিটির মতামত ঃ গলদা চিংড়ি চাষ প্রসারের জন্য ক্যাটালিস্ট গলদা চিংড়ি হ্যাচারি এ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের সাথে অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করছে। গলদা চিংড়ি হ্যাচারি এ্যাসোসিয়েশন তাদের নিজস্ব উদ্যোগে সাইখ সিরাজ কর্তৃক গলদা চিংড়ি চাষের উপরে প্রামান্য চিত্র তৈরী করে তা প্রচারের ব্যবস্থা করেন। জনসচেতনতার এই কার্যক্রমে ক্যাটালিস্টের ভুমিকা অতি নগন্য বলে প্রতীয়মান হয়। স্থানীয় কৃষকদের প্রশিক্ষণের মেয়াদ মাত্র ১দিন হওয়ায় তাদের কারিগরী জ্ঞানের তেমন কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয়নি। হাট-হাজারী উপজেলার মৎস্য কর্মকর্তা প্রকল্পের কার্যক্রমের উন্নয়নকল্পের পরামর্শ প্রদান করে উল্লেখ করেন যে, স্থানীয় চেয়ারম্যান ও সরকারী কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে স্থানীয় জনগণকে গলদা চিংড়ি চাষে উৎসাহ দেওয়া যেতে পারে। প্রকল্পের আওতায় যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে এই একই ধরণের প্রশিক্ষণ স্থানীয় মৎষ্য অফিস কর্তৃক প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে প্রকল্পের আওতায় পশিক্ষণের বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয় না। চিংড়ি চাষীদের উৎপাদিত চিংড়ি বাজারজাত করনের কোন নেটওয়ার্কিং ব্যবস্থা না থাকায় অনেক সময় তারা ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। চাষীদের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করাসহ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়ধীন এ প্রকল্পে এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্টের বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে কার্যকারি হয়নি।

১৪.৫ সেক্টরের নামঃ মাছ।

(ক) ইন্টারভেনশন (Intervention) ঃ মাছের খাদ্য ও রোগ-বালাই প্রতিষেধক প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নত পণ্য উৎপাদন প্রচলন করা ; হ্যাচারি মালিকদের উন্নত প্রযুক্তি ও উপযুক্ত মা মাছ ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নত পোনা বাজারজাতকরন ও মৎস্য চাষীদের রপ্তানী উপযোগী মাছ উৎপাদনে আধুনিক ধারণা প্রদান করা।

(খ) কো-ফ্যাসিলেটেটর তালিকা ঃ ইনোভেশন প্রাইভেট লিঃ, জিমার্ক কনসালটিং লিঃ।

(গ) পার্টনারের তালিকাঃ ফিড এন্ড একুয়া কেমিক্যাল কোঃ, নোভার্টিজ প্যারাগন গ্রুপ আফতাব, বহুমুখি ফিড কোঃ, এগ্রোভেট প্রাইভেট লিঃ , এসিআই এসকেএফ, ফিসটেক, ইয়ন, বিএফআরএফ।

(ঘ) যে সব জেলায় কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে ঃ দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট নিলফামারী, গাইবান্ধা বগুড়া, নাটোর, মাদারীপুর বাগেরহাট, চট্রগ্রাম, কুমিল্লা, ঢাকা, ফেনী, খুলনা, কিশোরগঞ্জ, কুষ্টিয়া, লক্ষীপুর, মেহেরপুর, মৌলভীবাজার, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ, নরসিংদী, নেত্রকেকোণা, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, রাজশাহী, সুনামগঞ্জ।

(ঙ) যে সব এলাকা পরিদর্শিত হয়েছে ঃ খুলনা, যশোর।

(চ) বাস্তবায়িত কার্যক্রম ঃ এই সেক্টরের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থা (ক্যাটালিস্ট) এর কো-ফ্যাসিলেটর ইনোভেশন কনসালটিং প্রাঃ লিঃ কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়াও ইয়ন, ফিসটেক, এসিআই এবং প্যারাগন এই ৪টি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এ সেক্টরের আওতায় সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে যুক্ত রয়েছে। প্রকল্প পরিদর্শনকালে জানা যায় যে, স্থানীয় ডিলাররা লিড ফার্মার নির্বাচনের মাধ্যমে তেলাপিয়া, পাঙ্গাস ও কৈ এর হাইব্রিড জাতের উৎপাদন বৃদ্ধিতে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। পরিদর্শনকালে উপস্থিত মৎস্য চাষীদের একাংশ জানান যে, ফিসটেক এর টেকনেসিয়ান কর্তৃক তারা ১দিনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। হাইব্রিড জাতের মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মাছের খাদ্য, প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র এবং ক্ষতিকর কীটনাশক সম্পর্কে তারা অবহিত আছেন। তারা অভিমত ব্যক্ত করেন যে, হাইব্রিড জাতের মাছের উৎপাদন বেশি হলেও এর উৎপাদন খরচ অনেক বেশি। ফলে তাদের লাভের হার সীমিত। আবার উৎপাদিত মাছ বিক্রিতে সঠিক বা নির্ধারিত ব্যবস্থাপনা না থাকায় প্রায়শই তারা আশানুরপ মুনাফা পান না।

(ছ) কমিটির মতামত ঃ মাছের রোগ-বালাই প্রতিরোধক কীটনাশক প্রস্তুত ও বিপনণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের ব্যবসায়ীক কার্যক্রম প্রসারের স্বার্থে স্থানীয় মৎস্য চাষীদের হাইব্রিড জাতের তেলাপিয়া, পাঙ্গাস ও কৈ মাছ চাষাবাদের জন্য প্রয়োজনীয় এ্যকুয়া কীটনাশক সঠিক মাত্রায় সঠিক সময়ে প্রয়োগের জন্য সচেতন কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। মৎস্য চাষীরা তাদের মাছের রোগ বালাই সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে স্থানীয় ডিলারদের শরণাপন্ন হলে ডিলাররা তাদেরকে কোন ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে তার ধারণা প্রদান করে। এক্ষেত্রে প্রতীয়মান হয় যে, দক্ষতা সম্পন্ন টেকনেশিয়ানদের পরামর্শ পাওয়ার সুযোগ চাষীদের জন্য সীমিত। আবার কিটনাশক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের উৎপাদিত পণ্যের দামের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন আনায় মৎস্য চাষীরা আর্থিকভাবে তেমন মুনাফা অর্জন করতে পারছে না। মৎস্য চাষীদের উৎপাদিত মাছ বিক্রির কোন কার্যকারী ব্যবস্থাপনা না থাকায় বিজনেস ডেভলপমেন্ট এর স্বয়ংসম্পূর্ন ধারণা এক্ষেত্রে তেমন কার্যকর হচ্ছে না।

১৪.৬ সেক্টরের নামঃ ফার্নিচার এন্ড ক্রাফট।

(ক) ইন্টারভেনশন (Intervention) ঃ ফার্নিচার তৈরীর উপকরণাদি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে ফার্নিচার শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের মাঝে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে ফার্নিচার শিল্পের বিকাশ ঘটানো;

(খ) কো-ফ্যাসিলেটেটর তালিকা ঃ ফার্নিচার তৈরীর উপকরণাদি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে ফার্নিচার শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের মাঝে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে ফার্নিচার শিল্পের বিকাশ ঘটানো; এদেশের তৈরী ফার্নিচারের আন্তর্জাতিক বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রচারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

(গ) পার্টনারের তালিকাঃ ইনোভেশন প্রাঃ লিঃ, বার্জার পেইন্টস, বিএফইএ, বিএমইটি, বিএফবিএনএসএফ, বিএফআইওএ বিকেএসইউ, বিজেডএফএসএমএস, এসইউএসটি, উডটেক, জানালা, অরবাচিন, হাটিল ফার্নিচার

(ঘ) যে সব জেলায় কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে ঃ ঢাকা, বগুড়া, চট্রগ্রাম, যশোর, সিলেট।

(ঙ) যে সব এলাকা পরিদর্শিত হয়েছে ঃ চট্রগ্রাম

(চ) বাস্তবায়িত কার্যক্রম ঃ এ সেক্টরের কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী সংস্থা (ক্যাটালিস্ট) এর কো-ফ্যাসিলিটেটর ইনোভেশন কনসালটিং লিঃ কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়। এ দেশের ফার্নিচার শিল্পে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বৃহৎ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো উন্নতি করলেও স্থানীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি ফার্নিচার ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলো আধুনিক প্রযুক্তি, উন্নত কাচাঁমাল এবং যন্ত্রপাতির অভাবে তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণ করতে পারছিল না। স্থানীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি ফার্নিচার শিল্পের সম্প্রসারণের স্বার্থে বাস্তবায়নকারী সংস্থা বার্জারপেইন্ট বাংলাদেশ লিমিটেড এবং উড টেক সলিউশন এর অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মাঝে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়। চট্রগ্রামের বলিরহাটের স্থানীয় ফার্নিচার ব্যবসায়ী শওকাতুল ইসলাম জানান যে, তিনি আধুনিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি সম্পর্কে এ প্রকল্পের কো-ফ্যাসিলেটর ইনোভেশনের সহায়তায় ট্রেনিং পেয়েছেন।

(ছ) কমিটির মতামত ঃ এ সেক্টরের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণকালে বলিরহাট ফার্নিচার এসোসিয়েশন এর ব্যবসায়ীদের সাথে আলোচনা করা হয়। তারা কমিটিকে অবহিত করেন যে, ছোট ছোট আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে পণ্যের মান বৃদ্ধিসহ স্বল্প শ্রমে ফার্নিচার তৈরী সম্ভব। স্থানীয় ফার্নিচার কারখানা পরিদর্শনকালে প্রতীয়মান হয় যে, স্থানীয় বাজারে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদিত ফার্নিচারের তুলনায় সনাতন পদ্ধতিতে তৈরী ফার্নিচারের চাহিদা অনেক বেশি। ফলশ্রুতিতে ব্যবসায়ীগণ স্থানীয় ক্রেতাদের চাহিদার কথা বিবেচনায় রেখে সনাতন পদ্ধতিতে ফার্নিচার তৈরী ও বাজারজাত করছে। প্রকল্পের আওতায় শ্রমিকদের

দক্ষতা বৃদ্ধি বা আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের আগ্রহের ব্যপারে সুনির্দিষ্ট কোন কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয়নি। আবার স্থানীয়ভাবে ক্রেতাদের আগ্রহ ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নতুন বাজার সৃষ্ঠির কোন সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা প্রকল্পের আওতায় গৃহীত হয়নি বলে প্রতীয়মান হয়। অর্থাৎ স্থানীয় ক্রেতাদের মাঝে আধুনিক ফার্নিচার সম্পর্কে ধারনা না থাকায় এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিক না থাকায় এ প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত কার্যক্রমের মাধ্যমে স্থানীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি ফানিচার ব্যবসার ক্ষেত্রে তেমন কোন বাস্তব অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়নি।

১৪.৭ সেক্টরের নাম ঃ বীজ

(ক) ইন্টারভেশন (Intervention) ঃ তৃনমূল কৃষকদের কাছে মানসম্মত বীজ পৌছাঁনোর লক্ষ্যে বীজ কোম্পানীর বিপনন ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনায়ন করা।

(খ) কো-ফ্যাসিলেটেটর তালিকা ঃ অ্যাকশন ফর এন্টারপ্রাইজ , ইনোভেশন প্রাঃ লিঃ।

(গ) পার্টনারের তালিকাঃ লাল তীর ইউনাইটেড সিড, এসিআই সিড, সুপ্রীম সিড, এআরমালিক, মেটাল সিড গেটকো, এসিআই , ইস্পাহানি, জাইএ্যান্ট, এগ্রোব্রান্ড, বাংলা সিড, মল্লিকা সিড , এগ্রো জি কৃষিবিদ ফার্ম।

(ঘ) যে সব জেলায় কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে ঃ বগুড়া, যশোর, মেহেরপুর, রংপুর মনিরামপুর, লালমনিরহাট ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর চট্রগ্রাম, কক্সবাজার কুমিল্লা, বরিশাল, চুয়াডাঙ্গা, রাজশাহী জয়পুরহাট, খুলনা, পাবনা, নওগাঁ, গাজীপুর, সিরাজগঞ্জ, কুড়িগ্রাম, বাগেরহাট, গোপালগঞ্জ, নাটোর, ফরিদপুর, পিরোজপুর, ফেনী, লক্ষীপুর, বড়গুনা, নরসিংদি, ঝিনাইদহ, জামালপুর, সিলেট।

(ঙ) যে সব এলাকা পরিদর্শিত হয়েছে ঃ যশোর (সদর)।

(চ) বাস্তবায়িত কার্যক্রম ঃ এই সেক্টরের কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী সংস্থা (ক্যাটালিস্ট) এর কো-ফ্যাসিলিটেটর এ্যাকশন ফর এন্টারপ্রাইজ কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়। ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও গৃহস্থালি কৃষকদের উন্নত বীজ এবং আধুনিক কৃষি ব্যবস্থাপনায় কারিগরী জ্ঞান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাস্তবায়নকারী সংস্থা তার কো-ফ্যাসিলেটরের মাধ্যমে উন্নত বীজ ব্যবস্থাপনা কাযক্রম পরিচালনা করছে। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা সবজি চাষের জন্য বাজারের খোলা বীজ ব্যবহার করত। ফলশ্রুতিতে সবজি উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যহত হত। লাল তীর সীড লিমিটেড নামক কোম্পানীকে বাছাই করে তাদের বীজ ব্যবস্থাপনায় বৃহৎ প্যাকেটের পরিবর্তে ক্ষুদ্রাকৃতির প্যাকেট প্রচলনে ধারণা প্রদান করে। এই প্যাকেটের মূল্যমান গৃহস্থালি কৃষকের আয়ত্বে থাকায় তারা সহজেই স্বল্প পরিমাণে উন্নত বীজ ক্রয় করতে পারছে। এ সেক্টরের আওতায় একটি জাতীয় পর্যায়ে এবং ১১টি বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে জানানো হয়। আলু বীজ সংরক্ষণ ও কোল্ড স্টোরেজ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শক্তিশালী বীজ সংরক্ষণ ব্যবস্থা কার্যকর করার উদ্যোগ চলছে। আবার আলু বীজের ক্ষেত্রে টিস্যু কালচার দ্বারা উদ্ভাবিত বীজের প্রচলনে তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

(ছ) কমিটির মতামত ঃ বীজের গুনগতমান অক্ষুন্ন রাখার মাধ্যমে সবজির উৎপাদন বৃদ্ধি করা এ সেক্টরের কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য। প্রকল্প পরিদর্শনকালে পরীলক্ষিত হয় যে, এ প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত পার্টনার লাল তীর কোম্পানী লিঃ প্রান্তিক কৃষকের স্বল্প পরিমানে মান সম্পন্ন বীজ সরবরাহের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র প্যাকেট বাজারে প্রচলন করেছে। একই সাথে দেখা যায় যে, লাল তীর কোম্পানী ছাড়াও মোল্লা সীড লিঃ, বাক সীড প্রভৃতি কোম্পানীগুলো তাদের সীড বাজরজাতকরণের লক্ষ্যে ছোট প্যাকেটে বীজ বিক্রি করছে। তাই প্রকল্পের আওতায় ছোট প্যাকেটের নতুনত্ব/অভিনবত্ব এই প্রকল্পের আওতায় উদ্ভাবিত কিনা তা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত নয়। একই সাথে বাজারে পরিদর্শনকালে দেখা যায় স্থানীয় জনগণ যথারীতি ছোট প্যাকেটের পরিবর্তে খোলা বীজ কিনতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছে। খোল বীজ এবং প্যাকেটজাত বীজের পার্থক্য তাদের কাছে পরিষ্কার নয়। অর্থাৎ মানসম্মত প্যাকেটজাত বীজের সচেতনতামূলক কার্যক্রম যথাযথভাবে গৃহীত হলে এই সেক্টরের আশানুরূপ সাফল্য পাওয়া যেত বলে প্রতীয়মান হয়।

১৪.৮ সেক্টরের নামঃ ইমপ্রুভিং লোকাল গভার্নমেন্ট সার্ভিসেস।

(ক) ইন্টারভেনশন (Intervention) ঃ উপজেলা ভিত্তিক কার্যকরী ব্যবসায়ীক সমিতি স্থাপন এবং গ্রামীণ কৃষক সমীতির সাথে সম্পর্ক স্থাপন।

(খ) কো-ফ্যাসিলেটেটর তালিকা ঃ হেলভেটাস সুইস ইন্টার কোঅপারেসন।

(গ) পার্টনারের তালিকাঃ ১১৬ উপজেলা বিজনেস মেম্বারসিপ অর্গানাইজেসন।

(ঘ) যে সব জেলায় কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে ঃ যশোর, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, নড়াইল, খুলনা, বাগেরহাট, গোপালগঞ্জ, নাটোর, রাজশাহী, নওগাঁ, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, রংপুর, গাইবান্ধা লালমনিরহাট কুড়িগ্রাম দিনাজপুর, সিলেট, সুনামগঞ্জ , মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ।

(ঙ) যে সব এলাকা পরিদর্শিত হয়েছে ঃ কুড়িগ্রাম (উলিপুর)।

(চ) বাস্তবায়িত কার্যক্রম ঃ এ সেক্টরের কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী সংস্থা (ক্যাটালিস্ট) উপজেলা বণিক সমবায় সমিতির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে। কৃষি পণ্যের উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের বিষয়ে স্থানীয়/মাঠ পর্যায়ের কৃষকদের ধারণা না থাকা/কম থাকায় তাদেরকে বণিক সমিতি (প্রকল্পের ভাষায় বিজনেস মেম্বারশিপ অরগানাইজেশন বা বিএমও) এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদান ও প্রযুক্তি হস্তান্তর বাস্তবায়ন করা হয়। এ জন্য উপজেলা পর্যায়ে বিদ্যমান বিভিন্ন সমিতির মধ্য থেকে বাছাই করে অনেক সমিতিকে তাদের কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। তাছাড়া নতুন সমিতিও করা যেতে পারে বলে জানানো হয়। প্রাথমিকভাবে উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা এবং উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাকে প্রকল্পের আওতায় নেয়া হয়েছে। পরিদর্শনকালে উপজেলা বণিক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সাথে মতবিনিময় করা হয় এবং উপজেলার অধীনস্থ গ্রাম পর্যায়ের একটি সমিতির কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। সমিতির সদস্যরা জানায় যে এই কার্যক্রমের ফলে উপজেলা পর্যায়ের ব্যবসায়ী সমিতি ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে তাদের যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এতদসংক্রান্ত তথ্য পেতে সহজ হয়েছে।

(ছ) কমিটির মতামত ঃ এ কার্যক্রমের আওতায় উপজেলা পর্যায়ের বিদ্যমান এফবিসিসিআই-কে উপজেলা পর্যায়ের বিএমও হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং বিদ্যমান সমিতির তালিকা সংগ্রহ করে তাদের সভাপতি ও মহা-সচিবকে আহবান জানানো হয় এবং তাদের মধ্য থেকে আগ্রহী সমিতিকে বাছাই করা হয়েছে। পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের ব্যাপারে তথ্য বিনিময় ও ন্যায্য মূল্য পাওয়ার এবং কর্মকর্তাগণের কাছ থেকে সহায়তা পাওয়ার যে দাবি করা হয়েছে বাস্তবে তা পরিপূর্ণভাবে প্রতিফলন দেখা যায়না। তবে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। এই কার্যক্রমের আওতায় সমিতিভুক্ত সদস্যরা সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও উৎপাদন যন্ত্র (রিভনরেটিং ডিভাইজ) পেয়েছে মর্মে জানায়। এ প্রকল্প থেকে প্রধানত যোগসূত্র স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে তবে গত আমন মৌসুমে কৃষকের ন্যায্য মূল্য পাওয়ার ব্যাপারে যথপোযুক্ত ভূমিকা/উদ্যোগ নেয়া হলেও তার সুফল পাওয়া যায়নি।

১৪.৯ সেক্টরের নামঃ সার।

(ক) ইন্টারভেনশন (Intervention) ঃ সারের সঠিক মাত্রা ও সুষম প্রয়োগের জন্য কৃষককে সচেতন করা; মানসম্মত সারের সহজ প্রাপ্তি নিশ্চিতের লক্ষ্যে শক্তিশালী সরকারী মানসম্পন্ন নিয়ন্ত্রনকারী ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা

(খ) কো-ফ্যাসিলেটেটর তালিকা ঃ ইনোভেশন।

(গ) পার্টনারের তালিকাঃ আইএফডিসি, এসআরডিআই, স্কয়ার, ডিএই, এনএসি, বিএফএ, এনএএফসিও, প্যারাগন, অন্যপূর্না এগ্রো, বায়োটেক এগ্রো, আরকে গ্রুপ, ইনটিফা, আরডিএ, হেলভেটস, সিড বাংলা এআইএস, বিএফএ, গেটকো রাশএগ্রো, বিএইউ, মৌসুমী।

(ঘ) যে সব জেলায় কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে ঃ নিলফামারি, কিশোরগঞ্জ, সৈয়দপুর, পঞ্চগড়, লালমনিরহাট, জয়পুরহাট, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, রাজশাহী, নাটোর, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, কুড়িগ্রাম, যশোর, ময়মনসিংহ, শেরপুর, কুষ্টিয়া, টাঙ্গাইল, ঢাকা, গাইবান্দা, সুনামগঞ্জ, সিলেট, কুমিল্লা, মুন্সিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, শরিয়তপুর, চাঁদপুর, খাগড়াছড়ি, বান্দরবন।

(ঙ) যে সব এলাকা পরিদর্শিত হয়েছে ঃ সাতক্ষীরা (কালিগঞ্জ)।

(চ) বাস্তবায়িত কার্যক্রম ঃ মাটির উর্বরতা তথা ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সঠিক সার নির্বাচন ও সারের পরিমান নির্ণয় একটি অন্যতম গুরত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে বিবেচিত হয়। এ দেশের অধিকাংশ কৃষক রাসায়নিক সার যেমন-ইউরিয়া, টিএসপি, ডিএপি প্রভৃতি অধিকহারে ব্যবহার করে উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা চালায়। এ অবস্থা থেকে উত্তরনের জন্য ক্যাটালিস্ট বৃহৎ সার ও কিটনাশক প্রস্তুতকারী কোম্পানীগুলোর অংশীদারিত্বে সুষম সারের ব্যবহার ও মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য কৃষকদের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ সেক্টরের আওতায় স্থানীয় সারের ডিলার ও খুচরা বিক্রেতাদের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কৃষকদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ, উঠান বৈঠক এবং প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এর সহযোগীতায় প্রকল্প হতে সারের মাত্রা নির্ণায়ক সফটওয়্যার তৈরী হয়েছে বলে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ হতে দাবি করা হয়। সার প্রস্তুত ও বিপনণকারী কোম্পানীগুলো তাদের ব্যবসা প্রসারের জন্য কৃষকদের সার ব্যবহারে সচেতনতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

(ছ) কমিটির মতামত ঃ কৃষকরা অঞ্চলভেদে বাংলালিংক মোবাইল এর ৭৬৭৬ নাম্বারে ফোন করে তাদের জমির প্রয়োজনীয় সারের মাত্রা সম্পর্কে জানতে পারে। যশোরের কালিগঞ্জ হতে ৭৬৭৬ নাম্বারে ফোন করা হলে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার পরও সংশিষ্ট ব্যক্তির সাথে কথা বলা সম্ভব হয়নি। স্থানীয় কৃষকরা অভিমত দেয় যে, প্রায়সই ৭৬৭৬ নাম্বারে ফোন করা হলে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষায় থাকার পরে লাইন কেটে দেওয়া হয়। ফলে

তাদের অর্থের অপচয় হয়। আবার সঠিক সার নির্বাচন ও মাত্রা নির্ধারণের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মাটি পরীক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে কৃষক যথাযথ সহযোগীতা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। কৃষকরা সার ব্যবহারের ক্ষেত্রে এখনও নিজেদের অভিজ্ঞতাকে অধিক গুরত্ব দিচ্ছে। তাই কৃষকদের সচেতনতামূলক কার্যক্রম জোরদার না হলে সার ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য ব্যহত হবে বলে প্রতীয়মান হয়।

১৪.১০ সেক্টরের নামঃ আলু।

(ক) ইন্টারভেনশন (Intervention) ঃ আলুর রোগ বালাই নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থাপনা, চাষাবাদ, উৎপাদিত ফসল সংরক্ষনে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে কৃষকের উৎপাদিত আলু বাজারজাতকরনে কার্যক্রম গ্রহণ করা।

(খ) কো-ফ্যাসিলেটেটর তালিকা ঃ জি-মার্ক কনসালটিং লি ঃ

(গ) পার্টনারের তালিকাঃ ফেরদৌসি, এফই পেট্রোচেম, এসএএমপি, এনএএসএল, বোম্বাই সুইটস, পাটোয়ারি পটেটো, বিক্রামপুর ইএলএসএ ফুড, এনএআইসিওএল, ইজাব গ্রুপ, মিম সিড, বাংলাদেশ কোল্ডস্টোরেজ এসোসিয়েশন, ব্লুমুন ইন্টারন্যাশনাল, এগ্রি প্রোডাক্টস বিঁজনেস প্রোমোশন কাউন্সিল,বায়োটেক, কাশেম গ্রুপ, বাংলাদেশ কোল্ড, স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশন।

(ঘ) যে সব জেলায় কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে ঃ রংপুর, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, দিনাজপুর, নিলফামারী, ঠাকুরগাঁও , পঞ্চগড়, জয়পুরহাট, বগুড়া

(ঙ) যে সব এলাকা পরিদর্শিত হয়েছে ঃ রংপুর (পীরগাছা)

(চ) বাস্তবায়িত কার্যক্রম ঃ এ সেক্টরের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থা (ক্যাটালিস্ট) এর কো-ফ্যাসিলিটেটর জি-মার্ক কনসালটিং লিঃ কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়। এ জন্য বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরেড এসোসিয়েশন এবং অংশীদারি সংস্থা ফেরদৌস বায়োটেক প্রাইভেট লিমিটেড- কে নির্বাচিত করা হয়। অংশীদারি সংস্থাকে অংশীদারী সংস্থার সহায়তায় আলু উৎপাদনকারী চাষীদেরকে বাছাই করা হয় এবং তাদেরকে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণসহ আলু কোল্ড ষ্টোরেজে রাখার জন্য বিশেষ ধরণের ব্যাগ বা থলে সরবরাহ করা হয়। বাংলাদেশ কোল্ড ষ্টোরেজ এসোসিয়েশনের সহায়তায় সদস্য কোল্ড ষ্টোরেজের মালিক ও কর্মচারীদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়ার কথা বলা হয়। পরিদর্শনকালে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুবিধাভোগী চাষীদের কয়েকজনকে কোল্ড ষ্টোরেজে উপস্থিত পাওয়া যায়। তাদের মতে নিয়োজিত কো-ফ্যাসিলেটর/অংশীদারি সংস্থার আহবানে তারা অংশগ্রহন করলে তাদেরকে ১টি ব্যাগ সরবরাহ করা হয় এবং আলুর ছোট-বড় ভাগ করে (সরটিং ও গ্রেডিং) উক্ত ব্যাগে রেখে কোল্ড ষ্টোরেজে সংরক্ষণের পরামর্শ দেয়া হয়। তাছাড়াও অংশীদারি সংস্থার নিয়োজিত প্রমোটর/প্রদর্শনী চাষীর বাড়ীতে বা জমিতে মাঠ দিবসের মাধ্যমে এই সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয় বলে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়নকারীরা জানান।

(ছ) কমিটির মতামত ঃ পরিদর্শনকালে প্রশিক্ষণের ব্যপারে অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে সুস্পষ্ট বা সুনির্দিষ্ট মডিউলের বিপরীতে প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রমান পাওয়া যায়নি। তবে ব্যাগ প্রদানের সময় আলুর সরটিং, গ্রেডিং, প্যাকেজিং ও ষ্টোরিং সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেয়া হয়েছে। মূলতঃ যে সকল চাষী আলু তোলার পরে এ প্রকল্পের পূর্বে বড় থলেতে করে কোল্ড ষ্টোরেজে সংরক্ষণ করত তাদেরকে তার পরিবর্তে প্রদত্ত ছোট থলের মধ্যে আলু সংরক্ষণের জন্য পরমর্শ দেয়া হয়। ছোট থলেতে আলু সংরক্ষণ করা হলে ষ্টোরেজের পক্ষ থেকে কম দাম রাখা কথা বলা হয় । কিন্তু একই পরিমাণ আলু সংরক্ষণের জন্য অধিক পরিমাণ ব্যাগের প্রয়োজন হয় বিধায় এই প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে চাষীর সংরক্ষণ ব্যয় হ্রাস পাবে কি না এ ব্যাপারে সন্দেহ আছে। গত মৌসুমের পর প্রশিক্ষন ও ব্যাগ প্রদান করায় এটি আগামী মৌসুমে কার্যকর হবে বলে জানা যায়। সরেজমিনে কোল্ড ষ্টোরেজে পরিদর্শনকালে প্রকল্পের আওতায় প্রদত্ত ব্যাগে সংরক্ষিত কয়েকটি নমুনা দেখা যায় যেখানে যথাযথভাবে আলু সরটিং ও গ্রেডিং করা হয়নি। ফলে প্রশিক্ষনের ফলাফল সম্পর্কে সন্ধিহান হওয়ার অবকাশ আছে। পরিদর্শনের সময় উপস্থিত উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, সুবিধাভোগী আলু চাষী ও কোল্ড ষ্টোরেজের কর্মচারিদের মধ্যে প্রকল্পের কার্যক্রম যথাযথ বাস্তবায়ন বিষয়ে কিছু মতভেদ পাওয়া যায়। ফলে এই প্রযুক্তিটি আলু চাষীদের কাছে কতটা গ্রহণযোগ্য ও কার্যকর হয় তৎসম্পর্কে এ পর্যায়ে সুনির্দিষ্টভাবে বলা সম্ভব নয়।

১৪.১১ সেক্টরের নামঃ ভুট্টা

(ক) ইন্টারভেনশন (Intervention) ঃ কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এর মাধ্যমে ক্ষুদ্র কৃষকদের বীজ, সার, কিটনাশক প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান এবং চাষাবাদের প্রযুক্তিগত ধারণা প্রদান করা।

(খ) কো-ফ্যাসিলেটেটর তালিকা ঃ জি-মার্ক কনসালটিং লি ঃ

(গ) পার্টনারের তালিকাঃ ইয়ন এগ্রো, সিপি, মনসানটো, কেবিপি, ডিএই, বিএইউ, কেবিপি, পেট্রোচেম, থ্রি এসএগ্রো, অগ্রানী ব্যাংক লিঃ, ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ

(ঘ) যে সব জেলায় কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে ঃ খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, চট্রগ্রাম, লালমনিরহাট. কুড়িগ্রাম, নিলফামারী, দিনাজপুর, রংপুর, গাইবান্ধা, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, জয়পুরহাট, নাটোর, নওগাঁ, রাজশাহী, বান্দরবন কক্সবাজার, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, চাপাইনবাবগঞ্জ, জামালপুর, কুমিল্লা, চাঁদপুর।

(ঙ) যে সব এলাকা পরিদর্শিত হয়েছে ঃ খাগড়াছড়ি এবং রামু।

(চ) বাস্তবায়িত কার্যক্রম ঃ এই সেক্টরের কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী সংস্থা (ক্যাটালিস্ট) এর কো-ফ্যাসিলিটেটর জি-মার্ক কনসালটিং লিঃ কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়। এ সেক্টরের আওতায় কনট্রাক্ট ফার্মিং ও মিল মালিক এর সহিত কনট্রাকটারদের সাব-কন্ট্রাকটিং এর মাধ্যমে ভুট্টার উৎপাদন বৃদ্ধি ও বাজারজাত করণের লক্ষ্যে বাস্তবায়নকারী সংস্থা তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। খাগড়াছড়ি জেলার কোমলছড়িতে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, সিপি নামক একটি কোম্পানির সহিত সম্পর্কযুক্ত স্থানীয় সার ও কীটনাশক ব্যবসায়ী জিবক চাকমা ও বঙ্গমিত্র চাকমা স্থানীয় ভুট্টা চাষীদের ভুট্টা চাষের উপকরণ সার, বীজ ও কীটনাশক বাকীতে বিক্রয় করে থাকেন এবং মৌসুমে ফসল উত্তোলনের পর স্থানীয় কৃষকগণ বাকিকৃত অর্থ তাদের পরিশোধ করে থাকেন। কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ফসল ন্যায্যমূল্যে জনাব জিবক চাকমা এবং বঙ্গমিত্র চাকমার নিকট বিক্রি করতে পারে। স্থানীয় উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা জনাব অনূচ বড়ুয়া কমিটিকে জানান যে, তিনি এ প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত আছেন এবং কৃষকদের ভুটাচাষ সংক্রান্ত কোন সমস্যা ব্যক্তিগত উদ্দোগে সমাধান করার চেষ্টা করেন। কক্সবাজারের রামু উপজেলায় স্থানীয় ব্যবসায়ী মোঃ আজিজুল আলম ও ভুট্টাচাষী জনাব সুলতান আহমেদের সাথে মূল্যায়ন কমিটির মত বিনিময় হয়। ভুট্টা চাষী জনাব সুলতান আহমেদ কমিটিকে অবহিত করেন যে, গত বছর তিন একর জমিতে তিনি ভুট্টা চাষ করেছিলেন । তিনি মুনসান্টো কোম্পানী থেকে বীজ ক্রয় করেছিলেন। তিনি আরো অবহিত করেন যে, ভুট্টা সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠান ইয়োন এর সাথে তার মৌখিকভাবে ভুট্টা বিক্রির ব্যাপারে চুক্তি হয়েছিল কিন্তু ইয়োন তার কাছ থেকে ভুট্টা ক্রয় করেননি। ফলশ্রুতিতে গত বছর তার ৪০ হাজার টাকা ক্ষতি হয়েছিল। এ বছর ন্যায্য মূল্য পাবেন কিনা এ ব্যাপারে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেন।

(ছ) কমিটির মতামত ঃ পরিদর্শনকালে স্থানীয় ভুট্টা চাষীদের প্রশিক্ষণের ব্যাপারে অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে সুস্পষ্ট বা সুনির্দিষ্ট মডিউলের বিপরীতে ফলপ্রসু প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রমান পাওয়া যায়নি। পাহাড়ী অঞ্চলে ভুট্টা চাষের সম্প্রসারনের জন্য চাষীদের উদ্বুদ্ধকরণ ও দীর্ঘমেয়াদা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যেত। স্থানীয় কৃষকরা তামাক উৎপাদন করে অধিক লাভবান হওয়ায় ভুট্টা চাষে কম আগ্রহী বলে প্রতীয়মান হয়। সিপি নামক কোম্পানীটি তাদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় কনট্রাকটরের মাধ্যমে ভুট্টা ক্রয় করছে। এক্ষেত্রে বাজার সম্প্রসারনের বাস্তবায়নকারী সংস্থার ভুমিকা পরিস্কার নয়। আবার স্থানীয় চাষীরা অভিযোগ করেন যে, আবাদকৃত ভুট্টা সংরক্ষনের কোন স্টোরেজ ব্যবস্থা বা আধুনিক প্রযুক্তি অত্র অঞ্চলে প্রচলন নেই। ফলে তাদের আর্থিক ক্ষতির সম্মুখিন হতে হচ্ছে। এ ব্যাপারে প্রকল্প হতে অদ্যাবধি কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি। উৎপাদিত ভুট্টার ন্যায্য দাম নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কোন সুসংগঠিত বাজার বিপনন ব্যবস্থার কার্যক্রম বা পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১৪.১২ সেক্টরের নামঃ সেচ

(ক) ইন্টারভেনশন (Intervention) ঃ সেচ পাম্প উৎপাদনকারীর দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

(খ) কো-ফ্যাসিলেটেটর তালিকা ঃ আইডিই বাংলাদেশ।

(গ) পার্টনারের তালিকাঃ বাংলাদেশ এগ্রিকালচারেল মেশিনারী মার্চেন্ট এসোসিয়েশন, বিএএমএমএ

(ঘ) যে সব জেলায় কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে ঃ বগুড়া

(ঙ) যে সব এলাকা পরিদর্শিত হয়েছে ঃ বগুড়া ।

(চ) বাস্তবায়িত কার্যক্রম ঃ এ সেক্টরের কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী সংস্থা (ক্যাটালিস্ট) এর কো-ফ্যাসিলিটেটর ইন্টারন্যাশনাল ডেভলপমেন্ট এন্টারপ্রাইজ (আইডিই) কর্তৃক উন্নত সেচ পাম্প প্রস্তুতকরণ ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রযুক্তি হস্তান্তর ও সম্প্রসারণের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। এ জন্য বগুড়া জেলার বাংলাদেশ কৃষি যন্ত্র বণিক সমিতি (বামা)-এর সদস্যগণকে বাংলাদেশ শিল্প কারিগরী সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) এর সহায়তায় উন্নত ও দক্ষ সেচ যন্ত্র প্রস্তুতকরণ ও বিক্রি বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষকের উৎপাদন ব্যয় কমানো এবং প্রস্তুতকারীর বিক্রির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বামার তালিকা অনুযায়ী ৪৫ জন সদস্যকে এ প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য প্রশিক্ষণের আহ্বান করা হয়। তার মধ্যে ১৫ জন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। শেষ পযন্ত রনি পাম্প এ প্রযুক্তি গ্রহণ করে এবং সে মতে সেচ পাম্প যন্ত্র প্রস্তুত ও বাজারজাত করেন। এ প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে ডিজেলের পরিমাণ কম লাগায় কৃষকের উৎপাদন ব্যয় হ্রাস এবং উন্নত সেচ যন্ত্রের বিক্রি বৃদ্ধি পায় বলে পরিদর্শনে রনি পাম্প প্রস্তুতকারীর কাছ থেকে জানা যায়।

(ছ) কমিটির মতামত ঃ রনি পাম্প প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান বগুড়ার সেচ যন্ত্র প্রস্তুতকারী ও বিক্রয়কারীদের মধ্যে অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠান। বামার সদস্যভুক্ত ১৫ জন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করলেও রনি পাম্পই (মতান্তরে

অন্য দু-একটি) এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে বলে পরিদর্শনকালে জানা যায়। রনি পাম্পের মালিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও প্রযুক্তি ব্যবহারের কথা স্বীকার করলেও কত দিনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন তা সুস্পষ্টভাবে মূল্যায়ন টিমকে অবহিত করতে পারেননি। এ বিষয়ে বগুড়া অন্য প্রতিষ্ঠান মিলটন ও আসলাম এর মালিক জানান যে, বিটাক কর্তৃক প্রশিক্ষণের সময় প্রদত্ত প্রযুক্তি সম্পর্কে তাদের আগেই ধারনা ছিল। ফলে এ প্রকল্প এবং বিটাকের কাছ থেকে প্রত্যাশিত মাত্রায় উন্নত প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ না পাওয়ায় অনেকেই এ বিষয়ে আগ্রহী হয়নি। পরিদর্শনকালে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস ও সেচ যন্ত্র বিক্রি বৃদ্ধির একটি সমীক্ষা (ক্যাটালিস্টের আউটসোর্সিং সংস্থা কর্তৃক কৃত) দেখানো হয়। মূল্যায়ন টিম মনে করে প্রতিষ্ঠিত রনি পাম্প পূর্ব থেকেই ভালো প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাজারে তাদের বিক্রিও ভালো ছিল। ফলে ক্যাটালিস্ট কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের কতটা সুফল সেচ যন্ত্র প্রস্তুতকারী ও কৃষকদের কাছে পৌছেঁছে তা নিশ্চিতভাবে স্পষ্ট নয়।

১৪.১৩ সেক্টরের নামঃ পাট

(ক) ইন্টারভেনশন (Intervention) ঃ উন্নত পাট পচন বা রিবন রেটিং এর উপর সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

(খ) কো-ফ্যাসিলেটেটর তালিকা ঃ হেলভেটাস সুইস ইন্টার কো-অপারেশন।

(গ) পার্টনারের তালিকাঃ বিজেআরআই

(ঘ) যে সব জেলায় কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে ঃ লালমনিরহাট, রংপুর, দিনাজপুর, গোপালগঞ্জ, কুষ্টিয়া, যশোর, গাইবান্ধা, মেহেরপুর, নাটোর।

(ঙ) যে সব এলাকা পরিদর্শিত হয়েছে ঃ রংপুর।

(চ) বাস্তবায়িত কার্যক্রম ঃ এ সেক্টরের কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী সংস্থা (ক্যাটালিস্ট) এর কো-ফ্যাসিলিটেটর জি-মার্ক কনসালটিং লিঃ কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়। অংশীদারী সংস্থা পাট গবেষণা ইনষ্টিটিউটশন কর্তৃক রিবন রেটিং এর মাধ্যমে উন্নতমানের পাট পচাঁনোর কৌশলটি আবিস্কার করা হয়। আশি-এর দশকে কৌশলটি উদ্ভাবনের পর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হলেও তা সফল হয়নি। ফলে এ প্রকল্পের আওতায় উদ্ভাবনী কৌশলটি মাঠ পর্যায়ে পাট চাষীদের কাছে পৌছানোর জন্য নতুন ভাবে গ্রহণ করা হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে পাট চাষী নির্বাচন করে তাদেরকে প্রশিক্ষণসহ রিবন রেটিং ডিভাইজটি সরবরাহ করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চাষীদের সাথে রিবন রেটিং পদ্ধতিতে পাট পচাঁনোর বিষয়ে মত বিনিময় ও তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এ সময়ে পাট গবেষণা ইনষ্টিটিউটের আঞ্চলিক অফিসের উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। কৃষকদের মতে রিবন রেটিং পদ্ধতিতে পাট পচাঁনো হলে পাটের আশ ও পাট খড়ি উভয়ের মান ভালো হয় এবং তুলনামূলকভাবে বেশি মূল্যে বিক্রি করা যায়। তবে এ পদ্ধতিতে নিচের পাট পচঁতে কিছু বেশি সময় লাগে বলে কয়েকজন চাষী জানান। পাট চাষীরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ, রিবন রেটিং ডিভাইজ পাওয়াসহ এ প্রকল্পের উপকারিতার কথা স্বীকার করেন। তবে পাটের বাজারমূল্য কমে যাওয়া ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ন্যায্য মূল্য পাওয়ার ব্যাপারে তারা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

(ছ) কমিটির মতামত ঃ পরিদর্শনকালে এ সেক্টরের কার্যক্রম বাস্তবায়নের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এ সেক্টরে কার্যক্রমের মাধ্যমে পাট পচাঁনোর উন্নত কৌশল চাষীদের কাছে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি মূখ্য যা ইতিবাচক। তবে চাষীদের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করাসহ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়ধীন এ প্রকল্পে এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্টের বিষয়টি অন্যান্য সেক্টরের মতো দৃশ্যমান নয়।

১৪.১৪ সেক্টরের নামঃ শাক-সবজি

(ক) ইন্টারভেনশন (Intervention) ঃ আইপিএমের (ইন্টিগ্রেটেড পেস্ট ম্যানেজমেন্ট) প্রচার ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা ।

(খ) কো-ফ্যাসিলেটেটর তালিকা ঃ ঃ জি-মার্ক কনসালটিং লি ঃ ।

(গ) পার্টনারের তালিকাঃ ইস্পাহানি কোম্পানী।

(ঘ) যে সব জেলায় কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে ঃ রংপুর, বগুড়া, ঠাকুরগাঁও, কড়িগ্রাম, চুয়াডাঙ্গা, যশোর, মাগুড়, ঝিনাইদহ, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ।

(ঙ) যে সব এলাকা পরিদর্শিত হয়েছে ঃ বগুড়া।

(চ) বাস্তবায়িত কার্যক্রম ঃ এ সেক্টরের কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী সংস্থা (ক্যাটালিস্ট) তার আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োজিত কো-ফেসিলিটেটর জিমার্ক কনসালটেন্ট লি: এবং পার্টনার অরগানাইজেশন ইসপাহানি বায়োটেকের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে। মূলত: এ কার্যক্রমের আওতায় সমন্বিত বালাই ব্যবস্থানার (আইপিএম) আওতায় প্রোমোটার চাষির মাধ্যমে স্থানীয় কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধকরণ এবং ফেরোপিন নামক কিটনাশকের একটি প্রযুক্তি বাজারজাতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এজন্য প্রমোটারদের মাধ্যমে

নির্বাচিত কৃষকদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। স্থানীয় পর্যায়ের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণ এ প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত আছেন এবং তাদের স্বভাবিক কার্যক্রমের পাশাপাশি তারাও অংশগ্রহণ করেন বলে জানান।

(ছ) কমিটির মতামত ঃ আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নির্বাচিত পার্টনার অরগানাইজেশন ইসপাহানি বায়োটেক ফেরেপিন বিক্রিসহ তাদের কার্যক্রমের জন্য এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে রেজিষ্ট্রেশন পাননি। তবে তারা রেজিষ্ট্রেরশন প্রক্রিয়ায় আছে বলে জানা যায়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা বা কর্মচারীরা এই বিষয়ে কোন আপত্তি নেই বলে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাগণকে জানান। প্রধানত পার্টনার অরগানাইজেশন ইসপাহানি বায়োটেক এর স্থানীয় এজেন্ট বা প্রোমোটারের মাধ্যমেই পুরো কার্যক্রমটি পরিচালিত হয় বলে প্রতীয়মান হয়। কো-ফেসিলিটিটরের প্রতিনিধি মাঠ পর্যায়ে (জেলা পর্যায়ে) অবস্থান করলেও পার্টনার অরগানাইজেশনের কোন প্রতিনিধি মাঠে অবস্থান করেন না। বালাই ব্যবস্থাপনার এ প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পাশাপাশি এ প্রকল্পের মাধ্যমে সম্প্রসারিত হলেও মূলত: পার্টনার অরগানাইজেশনের ব্যবসা প্রোমোট করাই অন্যতম প্রধান বলে পরিদর্শনকারীগণের কাছে অনুমিত হয়।

১৫। <u>কমিটি কর্তৃক প্রাপ্ত ফাইন্ডিংস</u>

১৫.১ <u>প্রাসঙ্গিক দলিলাদি ও তথ্য পর্যালোচনায় প্রাপ্ত ফাইন্ডিংস নিম্নরূপঃ</u>

ক) আলোচ্য প্রকল্পের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কতৃক গঠিত কমিটির রিপোর্টে প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া আরো স্বচ্ছ করার ব্যাপারে সুপারিশ প্রদান করা হয়। কিন্তু বাস্তবে প্রকল্পের স্বচছতার বিষয়ের কার্যকর পদক্ষেপ দেখা যায় না। বাস্তবায়নকারী সংস্থা (ক্যাটালিস্ট) কর্তৃক নিয়োজিত কো-ফ্যাসিলেটর প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের নিজস্ব প্রক্রিয়ায় ও ব্যবসায়িক স্বার্থকে গুরত্ব দিয়ে এ প্রকল্পের আওতায় কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে কো-ফ্যাসিলেটেটর/ অংশীদারী সংস্থার কাজে ক্যাটালিস্টের মনিটরিং ব্যবস্থা অত্যন্ত দর্বল।

খ) আইএমইডি কর্তৃক এ প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের মূল্যায়ন প্রতিবেদনে কতিপয় সুপারিশ কর হয়েছে। কিন্তু প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে সে আলোকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। যেমনঃ প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কর্মকান্ডের পরিধি বাড়ানোর সুপারিশ করা হলেও মাঠ পর্যায়ে প্রকৃত সুবিধাভোগীদের উন্নয়ন কর্মকান্ডের পরিধি তেমন বিস্তত হয়নি। মূল্যায়ন রিপোর্টে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়মিত মনিটরিং /তদারকির সুপারিশ করা হলেও বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় কর্তৃক তা করা হয়নি। এছাড়া, মূল্যায়ন রিপোর্টে সুপারিশকৃত প্রকল্পের কর্মকান্ডের সাথে স্থানীয় প্রশাসন ও সিভিল সোসাইটিকে সম্পৃক্ত করার বিষয়টি ক্যাটালিস্ট কতৃক উপেক্ষিত হয়েছে যা প্রকল্পের উদ্দেশ্য পূরণে অন্যতম অন্তরায়।

গ) প্রকল্প অফিস হতে সরবরাহকৃত সেচ সেক্টরের আওতায় "Assess the Economic and Environmental Impact of Irrigation by Using More Efficient Pumps with the Better Installation Technique" শীর্ষক একটি Study পরামর্শক সংস্থা Waste Concern Consultants কর্তৃক করানো হয়। উক্ত Study Report পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, Study'র মল উদ্দেশ্য ছিল সেচ কার্যক্রমে উন্নত সেচ পাম্প স্থাপনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত প্রভাব চিহ্নিত করা এবং মূল্যায়ন করা। উক্ত সমীক্ষার কাজে প্রায় উনিশ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। কিন্তু রিপোর্ট পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আসলে উহা একটি সাধারণ মতামত জরিপ মাত্র। উক্ত জরিপে কয়েকটি পাম্প বাজারে বিক্রি এবং পরিচালনা সুবিধার উপরে সংশ্লিষ্টদের মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে এবং এর মধ্যে রনি পাম্প এর অবস্থা ভাল দেখানো হয়েছে। রনি পাম্প পূর্ব থেকেই তুলনাকৃতভাবে অন্যান্য পাম্পের চেয়ে বাজারে ভালো অবস্থানে থাকায় স্বাভাবিকভাবেই জরিপে ভালো অবস্থানে থাকবে এবং এটাই স্বাভাবিক। এ ধরণের ষ্টাডিতে প্রকল্পের সুফল প্রকাশ করা হলেও বাস্তবে প্রকল্পের প্রভাব কতটা হয়েছে তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে।

ঘ) ডিবিএসএম প্রকল্পের কনসালটেন্টদের তালিকা ও যোগ্যতায় তাঁরা প্রায় সবাই অর্থনীতি কিংবা ব্যবসা প্রশাসন/ শিক্ষা বিষয়ে একাডেমিক ডিগ্রীধারী। কিন্তু তাঁরা যে সকল সেক্টরে কাজ করেন সেগুলোর অধিকাংশই কৃষির সাথে সম্পৃক্ত। যে সকল ষ্টাডি করানো হয়েছে কিংবা যে সকল জ্ঞান/আইডিয়া/প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করছেন তা অধিকাংশই কারিগরি ও গবেষণা সংশ্লিষ্ট। ফলে উক্ত প্রকল্পের পক্ষে ঐ বিষয় সমূহে যথাযথ তদারকি করা কিংবা মানসম্মত রিপোর্ট আদায় করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তাঁরা সকল কাজের সাথে আউটসোর্সিং কিংবা অংশীদারিত্ব সংস্থা নিয়োগ দেন কিংবা নির্বাচন করেন। প্রকৃত পক্ষে শুধু মাত্র সংযোগ স্থাপন ও অর্থ সংস্থান ছাড়া পণ্যের সরবরাহ লাইন প্রতিষ্ঠা, বাজার ও উদ্ধোক্তা সৃষ্টিতে তাঁদের জোরালো কোন ভূমিকা বা দৃশ্যমান কোন সুফল দেখা যায় না। অধিকন্ত প্রকল্পের মাধ্যমে প্রযুক্তি/জ্ঞান হস্তান্তর সম্প্রসারণ ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

১৫.২ সরেজমিনে পরিদর্শনে প্রাপ্ত ফাইন্ডিংস নিম্নরূপঃ

ক) প্রকল্পের আওতায় ১৮টি সেক্টরের কার্যক্রম পরিচালনায় প্রশিক্ষণ একটি অন্যতম প্রধান উপাদান। কিন্তু বিভিন্ন সেক্টরে স্থানীয় কৃষক, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও মহিলাদের যে প্রশিক্ষণসমূহ প্রদান করা হয় তার অধিকাংশই স্বল্পমেয়াদি এমন কি মাত্র ১দিন বা অর্ধ দিন। সেক্টর ভিত্তিক কারিগরি জ্ঞানার্জনে মাত্র অর্ধ বা এক দিনের প্রশিক্ষণ তেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারছে না বলে প্রতীয়মান হয়। সেক্টর ওয়ারী কতিপয় প্রশিক্ষণ প্রদানের কথা বলা হলেও প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা, প্রশিক্ষণের সময়, ধরণ ও বিষয় সম্পর্কে পরিদর্শনকালে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়নি।

খ) বিভিন্ন সেক্টরের আওতায় কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণের কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বা কার্যক্রম না থাকায় উৎপাদনকারীর মুনাফা অর্জনের বিষয়টি অনিশ্চিত থেকে যাচ্ছে। তাই প্রকল্পের আওতায় বিজনেস ডেভেলপমেন্ট এর সার্বিক ক্রমবিকাশ অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে।

গ) এ্যাগ্রো প্রসেসিং ও এ্যগ্রোবিজনেস উন্নয়নে আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে ভুট্টা, সবজি, গলদা চিংড়ি, মাছ, আলু, সার, বীজ, সেচ খাতে চাষ ও বাজার উন্নয়ন বিষয়ক স্টাডি করা, চাষাবাদের নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগ সংক্রান্ত ওয়ার্কশপ/সেমিনার আয়োজন করা এবং উৎপাদন থেকে বাজারজাতকরণ অর্থাৎ পণ্যের সরবরাহ লাইন স্থাপনের কথা উলেখ আছে। কিন্তু এ প্রকল্পের কার্যক্রমের সাথে সংশিষ্ট মন্ত্রণালয় তথা কৃষি মন্ত্রণালয় বা মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের কার্যকর সম্পৃক্ততা সকল পর্যায়ে পরিলক্ষিত হয়নি । ফলে সংশিষ্ট খাতে উন্নয়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের সম্পৃক্ততায় ঘাটতি এমনকি সমন্বয়হীনতা দেখা যায়।

১৫.৩ সংশ্লিষ্ট ষ্টেকহোল্ডার ও সুবিধাভোগীদের সাথে আলোচনায় প্রাপ্ত ফাইন্ডিংস নিম্নরূপঃ

ক) প্রকল্পের আইসিটি সেক্টরের আওতায় প্রস্তুতকৃত সফ্টওয়্যার থেকে জমিতে প্রয়োগযোগ্য সারের পরিমানের তথ্য সংগ্রহ করতে কৃষকরা তেমন আগ্রহী হয় না। তাছাড়া কৃষকরা এ পদ্ধতির সাথে পরিচিত না থাকায় তথ্য সংগ্রহে স্বাচছন্দ বোধ করেন না।

খ) ফসল বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়া শক্তিশালী হলে প্যাকেজিং সেক্টরের উন্নয়ন সমহারে হবে। অর্থাৎ মাঠ থেকে উপজেলা, জেলা ও মহানগর পর্যন্ত উৎপাদন পণ্যের সরবরাহ লাইন ও সংগঠন শক্তিশালী করা হলে প্যাকেজিং পদ্ধতি স্বাভাবিক ভাবে প্রচলিত হবে। তাই স্থানীয় ব্যবসায়ীরা এ সেক্টরের আওতায় গৃহীত কার্যক্রমের তেমন সুফল পাচ্ছে না।

গ) রুরাল ডিস্ট্রিবিউশন সেক্টরের আওতায় গ্রামীণ মহিলারা সহজেই বাড়িতে কৃষি উপকরণাদি ক্রয় করতে পারলেও ফসল উৎপাদনে কোন সমস্যায় পড়লে তার সমাধান তারা পাচ্ছে না। আবার উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণের কোন ব্যবস্থা না থাকায় তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতার বিষয়টি উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে।

ঘ) প্রকল্পের মাধ্যমে সে সকল উন্নত জ্ঞান বা প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া হয় তৎসর্ম্পকে পূর্ব থেকেই অন্য কোন মাধ্যম বা সূত্র থেকে সে জ্ঞান বা প্রযুক্তি সম্পর্কে সংশিষ্ট সুবিধাভোগীরা অবগত আছে। ফলে তাঁরা এ উন্নত প্রযুক্তি ও জ্ঞানের জন্য তেমন আগ্রহ বোধ করেন না।

ঙ) বাংলালিংক মোবাইলের ৭৬৭৬ নাম্বারে ফোন করে জমির প্রয়োজনীয় সারের মাত্রা সম্পর্কে জানতে তারা ফোন করলেও সবসময় কৃষকরা সংযোগ পায় না। তাই এ সেবা সম্পর্কে কৃষকরা হতাশা ব্যক্ত করেন।

চ) আলু সেক্টরের আওতায় আলু সংরক্ষনের জন্য সরবরাহকৃত নতুন ব্যাগ অধিক পরিমানে প্রয়োজন হয় বিধায় এই প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে চাষীর সংরক্ষণ ব্যয় হ্রাস পাবে কি না এ নিয়ে কৃষকরা যথেষ্ট সন্দিহান। গত মৌসুমের পর প্রশিক্ষণ ও ব্যাগ প্রদান করায় প্রকল্পের সুফল প্রাপ্তি বা কার্যকারিতা সম্পর্কে তারা নিশ্চিত নন।

ছ) বীজ সেক্টরের আওতায় ছোট প্যাকেটে বীজ ক্রয়ের মাধ্যমে কৃষকরা মানসম্মত বীজ ক্রয় করতে পারছে। কিন্তু ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা ছোট প্যাকেটে মানসম্মত বীজ সম্পর্কে অবহিত নন। তাই এখনও তারা বাজার থেকে স্বল্প মূল্যে খোলা বীজ ক্রয় করছে। তাই এ ব্যপারে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রচারনা মূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্থানীয় বীজ ব্যবসায়ীরা অনুরোধ জানান।

জ) প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ফসল উৎপাদন থেকে বাজারজাতকরণ পর্যন্ত একটি সাপাই চেইন গড়ে তোলা এ প্রকল্পের একটি অন্যতম প্রধান কার্যক্রম। কিন্তু কৃষকরা অভিমত প্রকাশ করেন যে, উৎপাদিত কৃষি পণ্যের যথাযথ বাজারজাতকরণের মাধ্যমে তাদের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি ও উদ্যোক্তাদের মুনাফার ব্যপারটি এ প্রকল্পের আওতায় নিশ্চিত হচ্ছে না।

ঝ) ক্যাটালিস্ট কো-ফ্যাসিলিটেরদের সাথে চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রম দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিচালনা করছে। সুবিধাভোগীরা জানান যে, ক্যাটালিস্ট বা কো-ফ্যাসিলিটেরদের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে তারা সবসময় মাঠে পান না।

ঞ) প্রকল্পের কিছু কাজ কো-ফ্যাসিলিটেটর/অংশীদারী সংস্থার স্থানীয় এজেন্ট বা প্রমোটর এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। ফলে স্থানীয় এজেন্ট বা প্রমোটরগণ তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থের বাইরে সুবিধাভোগীদের সার্বিক সহযোগিতা প্রদানে সকল ক্ষেত্রে আগ্রহ বোধ করেন না।

১৫.৪ কমিটি'র সার্বিক মন্তব্যঃ

প্রাপ্ত ফাইন্ডিংসমূহের আলোকে দেখা যায় যে, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়িত উইঝগ প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন সেক্টরে বাস্তবায়নের জন্য অনেক উদ্দ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। সে অনুযায়ী অনেক সেক্টরে কিছু কাজও হয়েছে। কিন্তু প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে সকল ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত সুফল অর্জনে সক্ষম হয়নি। যা হোক, প্রতিবেদনে বর্ণিত ত্রুটি বিচ্যুতি ও সীমাবদ্ধতার কারণে ইতোমধ্যে প্রকল্পের বাস্তবায়িত কার্যক্রমকে সন্তোষজনক বলা যায় না।

১৬। কমিটি'র সুপারিশসমূহ

১৬.১ টিপিপি অনুমোদন এবং দাতা সংস্থার সাথে চুক্তি ব্যতিরেকে প্রকল্পের বিপরীতে ব্যয় করার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়কে সর্তকতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। জটিলতা পরিহারের জন্য প্রকল্পের যথাযথ অনুমোদন লাভের পরেই বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু করা সংগত। প্রকল্পের শর্তসমূহের ক্ষেত্রে সতর্কতার সাথে প্রকল্পের ব্যয় নির্বাহের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক যাতে সরকারের অর্থের অপচয় না হয়।

১৬.২ প্রকল্প প্রণয়নের সময় টিপিপি'র অঙ্গ ভিত্তিক বিভাজনে আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা সমীচীন।

১৬.৩ প্রকল্পের কাজ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের সুবিধার্থে প্রকল্প শুরুর সাথে সাথে বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্প পরিচালকের নিয়োগ দেয়া প্রয়োজন। প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী খন্ডকালীন প্রকল্প পরিচালকের পরিবর্তে পূর্ণমেয়াদে সার্বক্ষণিক প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দেয়া যেতে পারে।

১৬.৪ আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় পরামর্শক নিয়োগের ক্ষেত্রে যতটা সম্ভব যৌক্তিকতার নিরিখে সংখ্যা নিরূপণ করা যেতে পারে। একই সাথে সংশ্লিষ্ট ডিগ্রীধারী প্রফেশনালদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া সমীচীন।

১৬.৫ শুধুমাত্র প্রশিক্ষণ নির্ভর ও বৃহদাকার প্রকল্পের পরিবর্তে কার্যকর ও ছোট প্রকল্প গ্রহণ করা হলে বেশী সুফল পাওয়া যাবে।

১৬.৬ কোন মন্ত্রণালয় কর্তৃক কোন প্রকল্প গ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রকল্পের যে সকল ইস্যু (প্রযুক্তি, জ্ঞান, আইডিয়া) সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে অন্য মন্ত্রণালয়ের অধিনস্থ সে সকল ইস্যুতে সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়কে সম্পৃক্ত করা কিংবা তাদের পরামর্শ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১৬.৭ এ জাতীয় প্রকল্প বাণিজ্য মন্ণালয়ের পরিবর্তে সেক্টর ভিত্তিক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের আওতায় গৃহীত ও বাস্তবায়িত হওয়া আবশ্যক। যেমন ঃ কৃষি পণ্যের উৎপাদন, সরবরাহ লাইন প্রতিষ্ঠা ও বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তর, মৎস্যের জন্য মৎস অধিদপ্তর, পাট এর জন্য পাট মন্ত্রণালয়ের আওতায় প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৬.৮ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় কৃষিপণ্য বাজাতকরণ, ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও বাজার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য কোন দপ্তর/পরিদপ্তর/অধিদপ্তর না থাকায় প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম মনিটর এবং মূল্যায়ন করার সুযোগ সীমিত । তাই অনুরূপ কোন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী সংগঠন/কৃষক সংগঠন গড়ে তুলে উৎপাদনকারী ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি ও ভোক্তার অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে নতুন প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৬.৯ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কতৃক গৃহীত ডিবিএসএম প্রকল্পটির সাথে সংশিষ্ট অনেক ইস্যু জড়িত হওয়ায় এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনে প্রত্যাশিত সুফল পাওয়া যায়নি। তাই এ প্রকল্পের এ পর্যায়ে মেয়াদবৃদ্ধি কিংবা পরবর্তী পর্যায়ে প্রকল্প গ্রহণ করা সমীচীন হবে না।

১৬.১০ কারিগরী প্রকল্পের পরিবতে যতটা সম্ভব মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে বিনিয়োগ প্রকল্প বাস্তবায়ন করার প্রতি জোর দেয়া প্রয়োজন।

১৭। পিসিআর পর্যবেক্ষণান্তে সুপারিশ

১৭.১ আলোচ্য প্রকল্পটি গত ১৫-০৩-২০১৩খ্রিঃ তারিখে সমাপ্ত হলেও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে প্রকল্পটির সমাপ্তি প্রতিবেদন পাওয়া যায় প্রকল্প সমাপ্তির প্রায় ছয় মাস পরে। পিসিআর এর প্রতি পৃষ্ঠায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর নেই। এছাড়া, প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় সম্পর্কে পিসিআর এর বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। অধিকন্তু, পিসিআর এর ০৮নং পৃষ্ঠায় প্রদত্ত টেবিলে তথ্যগত অসংগতি পরিলক্ষিত হয়। ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে সঠিক তথ্য এবং প্রতি পৃষ্ঠায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর সংবলিত পিসিআর নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে প্রেরণের বিষয়ে সংস্থা এবং মন্ত্রণালয় সচেষ্ট থাকা প্রয়োজন।